৭৮৬
৯২

"রাসুল প্রেম-ই খোদা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত"

বাহাস মুনাজারার ফলাফল

পরিবেশক ঃ

— ঃ নূরী অ্যাকাডেমি ঃ —

রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ,

মোবাইল
9732517047

৭৮৬
৯২

"রাসুল প্রেম-ই খোদা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত"

বাহাস মুনাজারার ফলাফল

"সুন্নীদের পৌষ মাস ☆ দেওবন্দীদের সর্বনাশ"

প্রকাশকাল ঃ — ২২শে আগষ্ট ২০০৭ সাল

প্রকাশকগণের নাম ও ঠিকানা

১/ মোহাম্মাদ ইমান আলী [মসজিদ সভাপতি]

২/ আব্দুর রেজাক

৩/ হিফাজতুল্লা সেখ

৪/ লুৎফুর রহমান

৫/ রহমাতুল্লাহ খাঁন

৬/ ইয়াসিন আলী খাঁন

৭/ শিয়াবুদ্দিন সেখ

৮/ তাজরুল সেখ

৯/ মজর উদ্দিন সেখ

১০/ আব্দুল কুদ্দুস আলী সেখ

সর্ব সাকিন ঃ — সরমস্তপুর, ভায়া - টেয়াঁ, থানা - সালার, জেলা - মুর্শিদাবাদ

(পঃ বঃ) পিন - ৭৪২৪০৪ ফোন নং — ৯৭৩২৭৫০২৩৪ (ইমান আলী)

বিনিময় মূল্য ঃ — ১৫.০০ মাত্র

বিঃ দ্রঃ — মুনাজারা কমিটির সদস্য বৃন্দের পক্ষ থেকে এ সত্য বিবরণ প্রকাশ করা হল। এর বিরুদ্ধে কোন লোকমুখী কথা, বিজ্ঞাপণ ও পুস্তক পুস্তিকা গ্রহণ যোগ্য নয়।

কম্পিউটার কম্পোজ — নূর পাবলিকেশান্স,

প্রযত্নে ঃ - মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা [মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪]

— ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ —

বিগত বাংলা ১লা পৌষ ১৪১৩ সন, ইং - ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৭ সাল রোজ- রবিবার, সকাল ১০ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত সরমস্তপুর গ্রামে কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ের উপর আহলে সুন্নাত (বেরেলবী পন্থী) বনাম আহলে বিদয়াত (দেওবন্দী পন্থী) একটি মুনাজারাহ্ মজলিস 'বচসা / বিতর্ক সভা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১ম পক্ষ সুন্নী বেরেলবী উলামায়ে কেরাম কোরান - হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা নিজেদের দাবীগুলি পরিস্কার ভাবে প্রমান করে দেন। এবং অপরাজিত থাকেন।

অন্যদিকে ২য় পক্ষ ওহাবী দেওবন্দী পন্থী উলামাগণ তাদের দাবী সমূহ কোরান- হাদিসের কোন দলীল দিয়ে প্রমান করতে না পেরে গুরুতর ভাবে পরাজয় বরন করেন। পরাজয়ের পর তাঁদের ইজ্জত বাঁচানো এবং দেশবাসীকে নিজেদের মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে পড়ায় মুনাজারাহ কমিটির মধ্যে দেওবন্দী সমর্থক কিছু লোকের নাম দিয়ে প্রশাসনিক বাধা উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে একতরফা ''বাহাস মুনাজারা'' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে বিক্রয় মাধ্যমে পয়সা লুটার এক সুন্দর ব্যবসা তাঁরা আরম্ভ করেদিয়েছেন এবং সুন্নী বেরেলবী পন্থীরা হেরে গেছেন - হেরে গেছেন জিগীর তুলে চরম অপ- প্রচার চালিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শান্ত মুসলীম সমাজকে অশান্ত করার যে অপচেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন, মূলতঃ তার-ই বিস্তারিত এবং দাঁত ভাঙ্গা জবাব এই বইটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। — পাঠকবৃন্দ বইটি পড়লে-ই টের পাবেন।

''আগেই বলে রাখা ভালো''

১/ যেহেতু মুনাজারা সভাটি কোন সাধারণ ও ছোট খাটো সভা ছিলনা। তাই ধারা বিবরণির অনেক কিছুই অনালোচনা থেকে গেছে। কিন্তু মুল বিষয় বস্তু কোনও ক্রমেই অনুল্লেখ রাখা হয়নি।

২/ বিরোধীদেরকে সম্মান সুচক শব্দ ''তিনি'' বলে সম্বোধন করা হলেও কোথাও কোথাও ''সে'' শব্দ ব্যবহার হয়ে গেছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত।

৩/ যেহেতু দেওবন্দীরা আগে পুস্তিকা বের করেছে সেহেতু আমাদের বইটি জবাবই বই হওয়ার কারণে কিছু জরুরী ও আনুসঙ্গিক কথা ও আলোচনা করা হয়েছে।

৪/ বইটির মধ্যে শব্দগত ভূল থাকাটা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে পাঠক বৃন্দের ''ক্ষমা দৃষ্টি'' কামনা করি।

৫/ আলোচনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও হয়ত কড়া ভাষাও লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—ঃ গোড়ার কথা ঃ—

ফিৎনা ফাসাদের যুগে ঈমান আক্বীদা নিয়ে টিকে থাকা বড়- ই মুশকিল ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বাতিল ফেরকার (দলের) ব্যাপক তৎপরতার ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দিন দিন মুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং বিভিন্ন জায়গায় নানা মতাদর্শ জনিত বিবাদ- বিসম্বাদ লেগেই আছে। মাঝে মধ্যে কোন কোন মহল থেকে এ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পতাকা তলে জমায়েত হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কেউ এ সব দল-উপদলের ভেদাভেদের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করেনা। আবার কেউ এ গুলোকে নিছক মামুলী ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন। যার ফলে এ পর্যন্ত এর কোন সঠিক সুরাহা হচ্ছে না।

আক্বিদা হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। আক্বিদার ব্যাপারে আপোষের কোন প্রশ্ন-ই আসেনা। সঠিক আক্বিদা গ্রহণ করার আর বাতিল আক্বিদা পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে পাপ হবে। কিন্তু ঈমান-আক্বিদার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষন করলে ঈমান হারা হতে হয়। তাই ঈমান-আক্বিদা বিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

প্রায় পনের শত বছর গত হল পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুকে এসেছে। এর মধ্যে অনেক বিপদাপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে এ ধর্মকে। হুজুর আলাইহিস্ সালামের সু- শোভীত এ উদ্যানের উপর দিয়ে অনেক প্রলয়ংকারী ঝড় তুফান বয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার লাখো শুকরিয়া যে, এ বাগান পূর্ববৎ স্বজীব ও প্রাণবন্ত রয়েছে। ইসলাম রবি বার বার কালো মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে। কিন্তু এ সূর্য্য পূর্ববৎ আলোক উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত থেকেই গেছে। উজ্জ্বল থাকবে না বা কেন? আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ ধর্মের হিফাজতকারী।

এ ধর্ম কখনো কুখ্যাত ইয়াজিদের শাসনামলে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। কখনো হাজ্জাজের আমলের নির্যাতনে ধূলী ধূসরীত হয়েছে। কখনো খলিফা মামুনের আমলে বাতিলপন্থীদের আক্রমনের শিকার হয়েছে। আবার কখনো তাতারীগণ বীর-বিক্রমে এর উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে। কখনো খারেজীগণ এর মুকাবিলা করেছে। রাফেজীরাও একে স্বমুলে বিনাশ করার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু ইহা এমনই এক পাহাড় যার সম্মুখে কোন শক্তি-ই টিকে থাকতে পারেনি। ইহা যেমন-ই ছিল, তেমন-ই রয়েছে।

এ সমস্ত ফেৎনার মধ্যে নাজদী-ওহাবী ফেৎনা ছিল সর্বাধিক বিপদজনক। এ ফেৎনার আবিস্কারক মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী ব্যাবিলনের সংলগ্ন ''নজদ'' নামক আরবের এক অংশে দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করে। (ফারহাঙ্গে রব্বানী অভিধানটি দ্রষ্টব্য) যে জায়গাটির জন্য সাহাবায়ে কেরামের বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হুজুর আলাইহিস্ সালাম দোওয়া করেননি। বরং এই বলে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মাৎকে হুশিয়ার ও সকর্ত করে দিয়েছেন যে, ওখানেই ইসলামের ভীতকে নাড়া দানকারী ভূমিকম্প ও ফেৎনা আরম্ভ হবে এবং ওখানেই শয়তানী দলের আবির্ভাব ঘটবে। ''আল হাদিস মিশকাত শরীফ''

এ থেকে বোঝা গেল যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের পবিত্র নজরে পথভ্রষ্ট ও ঈমান নষ্ট করার দিক থেকে দাজ্জালের ফেৎনার পরে পরেই নাজদী - ওহাবী ফেৎনার স্থান ছিল।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম বলেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি দল হবে। ১টি দল ব্যাতিত সবকটি দলই দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লার রসুল কোন দলটি বেহেস্তে যাবে? উত্তরে হুজুর এরসাদ করলেন, যে দলটি আমার ও আমার সাহাবার তরীকা মোতাবেক চলবে। [আল হাদিস তিরমিজী শরীফ]

উল্লেখিত হাদিসটির ব্যাখ্যায় এশিয়া উপ-মহাদেশ বিখ্যাত হাদিস বিশারদ পন্ডিত হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী [আলাইহির রহমাত] ''মাওয়াকিফ'' নামক কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা পরিস্কার ভাবে লিখেছেন যে, ৭৩টি দলের মধ্যে কেবল মাত্র আহলে সুন্নাত অ-জামাত-ই বেহেস্তী দল। (বর্তমানে যেটি সুন্নী বেরেলবী নামে পরিচিত) বাকী সমস্ত দল-ই হচ্ছে, বেদয়াতী ও নরকী এতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। [আশয়াতুল লোময়াত, আনওয়ারুল হাদিস।]

সূতরাং হাদিসের আলোকে দিবালোকের ন্যায় এটা প্রমান হয়ে গেল যে, বিশ্বের খাঁটি চার মাজহাব [হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী] বিশিষ্ট আহলে সুন্নাত অ-জামাত-ই (সুন্নী বেরেলবী) হুজুর ও তাঁর সাহাবা বর্গের আসল অনুসারী, হক্বপন্থী ও বেহেস্তী দল। ইহা ছাড়া সবগুলি-ই ৭২ এর অন্তর্ভূক্ত বেদয়াতী - জাহান্নামী।[আল্লার পানাহ চাই]

প্রকাশ থাকে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম দেড় হাজার বছর পূর্বে বলে গেছেন যে, ৭২টি বাতিল ও জাহান্নামী ফেরকা হবে। বর্তমানে সেগুলি All ready হয়ে গেছে। তার-ই মধ্যে ওহাবী দেওবন্দী ফেরকাটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

হাদিসে আরো বর্ণিত আছে যে, ''আল কাফারাতো মিল্লাতুন ওয়াহেদাহ'' যার ভাবার্থ হচ্ছে সমস্ত কুফরী মতবাদ আসলে একটাই মতবাদ। বর্তমান যুগে সেটাই দেখা যায়।

৩২ (বত্রিশ) খানা দাঁতের মাঝে একটি জিহবা যেমন; ৭২টি বাতিল ফেরকার মাঝে সুন্নী বেরেলবী জামাত তেমন। দেখা গেছে কুকুরে শৃগালে কোন দিন মিল থাকেনা কিন্তু বাঘের মোকাবেলার সময় উভয়ে এসে এক হয়ে যায়। — দেওবন্দীদের সাথে লা-মাজহাবীদের মিল নাই; আবার লা-মাজহাবীদের সাথে তাবলীগি জামাতের মিল হয় না। কিন্তু সুন্নী বেরেলবীদের সাথে মোকাবেলার সময় সবাই এসে এক হয়ে যায়। — নাজদী ওহাবী ফেৎনার নায়ক মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী। তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার জন্য আরবী ভাষায় ''কেতাবুত্তাওহিদ'' নামে একটি পুস্তক রচনা করে, যে পুস্তকের মধ্যে নবী, ওলী ইত্যাদির শানে সাংঘাতিক ধরনের বে-আদবী কথা বার্ত্তা লিখে গোটা আরব দুনিয়ায় ছড়াতে থাকে।

নাজদী ওহাবী ফেরকার ইসলাম বিরোধী আক্বিদা ও আমলের কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হল, —

(১) নবী - রসুল ও তাঁর অনুসারীগণকে নিজের শাফায়াত কারী ও সাহায্যকারী মনে করা নিঃকৃষ্টতম শিরক।

(২) যে ব্যক্তি নবী ও ওলীকে নিজের সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি এবং আবু জেহেল একই শ্রেণীর মুশরিক।

(৩) প্রতিমা দেখার উদ্দেশ্যে সফর করা আর নবী-ওলীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা একই পর্য্যায়ের।

(৪) মক্কার কাফেরদের প্রতিমা লাত, উজ্জা, হোবল ইত্যাদি এবং মহম্মদ, আলী, আব্দুল ক্বাদের (বড় পীর সহেব) একই সমান।

(৫) দেশের সমস্ত আলেম ও মুসলমান, -মুশরিক ও কাফের।

(৬) পূর্বের লোকেরা মূর্ত্তীর পূজা করত। আর পরবর্ত্তীর লোকেরা হজরত মোহাম্মাদ, আলী, ও আব্দুল ক্বাদেরের পূজা করে।

(৭) হুজুরের কবর জিয়ারত করা বেদয়াত ও হারাম। এমন কি ব্যাভিচার তুল্য।

(৮) বেশি দরুদ পড়া, দোওয়ায়ে গঞ্জুল আরশ পড়া, দালায়েলুল খায়রাত পড়া নিষেধ।

(৯) হুজুরের ওসিলা দিয়ে মোনাজাত করা নাজায়েজ।

(আস্তাগ ফিরুল্লাহ)

[ইমাম আহমাদ রেজা (তলোয়ার সংখ্যা) পত্রিকা ও বাংলা জায়াল হক্ব থেকে সারসংক্ষেপ]

প্রায় তিন শত বছর পূর্বে আরবের নাজদী - ওহাবী ফেরকার যে ধরনের আক্বিদা ছিল। বর্তমানে ভারতের দেওবন্দী ফেরকাটির অবিকল সেই আক্বিদাই আছে। পাখি পাল্টেছে কিন্তু বুলি পাল্টাইনি। যদি কেউ পরিক্ষা করতে চান, তাহলে আগে ভাগে নিজের পরিচয় না দিয়ে একটু একটু করে, কোন দেওবন্দী মোলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। এগুদাম উদাম হবে-ই। ইনশা আল্লাহ।

বলা উচিৎ হবেনা। দীর্ঘ তিন শত বছর পরেও দেওবন্দীদের নিকট থেকে নাজদী- ওহাবী, নাজদী- ওহাবী দুর্গন্ধ বের হয়। — অতএব, দেওবন্দী মাজহাবের মৌলবী সাহেবগণ যতই গা ঢাকা দিয়ে থাকুক না কেন, তারা যে পাক্কা ওহাবী মতবাদের অনুসারী এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি ও হবেনা। — এর পূর্বে সুন্নী বেরেলবীদের তরফ থেকে এ ব্যাপারে একবার নয় বহুবার ইস্তেহার ইত্যাদির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, দেওবন্দীরা সুন্নী হানিফী নয়, নয়, নয়। বরং এরা পাক্কা ওহাবী, ওহাবী, ওহাবী। তার জবাব এখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। পারবেও না। (ইনশা আল্লাহ)

আরবের নাজদী ওহাবীরা তাদের বাতিল ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফের উপর চড়াও হয়েছে। সেখানকার নিরীহ মুসলমান এমনকি সৈয়দ বংশের বহু মানুষকে নির্বিচারে তারা খুন করেছে। সেখানে বসবাসকারী নর-নারীকে দাস- দাসী বানিয়ে রেখে নির্যাতন চালিয়েছে। তারা হাম্বালী মাজহাবের দাবী করত। আসলে তাদের বিশ্বাসে কেবল তারা-ই মুসলমান ছিল, বাকী সব কাফের।[সাইফুল জাব্বার ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

— ঃ এতো গেল আরবের কথা। এবার শুনুন ভারতের কথা। ঃ —

খাল কেটে কুমীর আনার ন্যায় সুদুর আরব দেশ থেকে কাঁধেকরে বয়ে নিয়ে এলেন ভারতের মাটিতে "সেই নাজদী ওহাবী ফেৎনা" দিল্লীর এক মৌলবী সাহেব। নাম তার মৌলবী ইসমাইল সাহেব। তিনি এ নাজদী ওহাবী ফেরকার জনক মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর লেখা সেই কেতাবুত্তাওহিদ নামক পুস্তকের উর্দু ভাষায় খোলাসা করে অনুবাদ করেন এবং "তাকবিয়াতুল ঈমান" নামে প্রকাশ করে গোটা হিন্দুস্তানে এর ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করেন। এ তাকবিয়াতুল ঈমান পুস্তক প্রকাশ করার কারণে তিনি সীমান্তের পাঠানদের হাতে নিহত হন। তার মৃত দেহও উধাও করে ফেলা হয়েছিল। এ জন্য কোথাও তার কোন কবর নাই। [জায়াল হক্ক ১ম খন্ড দ্রষ্টব্য]

উলামায়ে আহলে সুন্নাত ও আউলিয়ায়ে তারিকাতদের আবাদ করা খাঁটি সুন্নী হানিফী প্রধান দেশ অখন্ড ভারতে রসুল প্রেমিক ওলীভক্ত মিলাদ - কেয়ামপন্থী সাধারন মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করাতে একা সময়ে একাকএলাকায় যে সমস্ত নামধারী মৌলবীগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে (ক) আশরাফ আলী থানবী (খ) রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (গ) কাসেম নানুতুবী ও (ঘ) খলিল আহমাদ আম্বেঠী প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। — তবে ভারতে এ নোংরা মতবাদের বীজ বপনে এবং উপোরোল্লিখিত মৌলবীদেরকে এ পথের দিশা দিতে সৈয়দ আহমাদ রায় বেরেলী শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এটা অ-স্বীকার করা ভুল হবে।

উল্লেখিত চার জন মৌলবীকে ভারতীয় ওহাবী দেওবন্দী ধর্মের চার খুঁটি বললেও ভুল হওয়ার কথা নয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম ওহাবী ফেৎনার প্রচারক মৌলবী ইসমাইল সাহেব দেহলবীর ভক্ত অনুসারীবৃন্দ দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল মাজহাবী ইমামদের অনুস্বরনের প্রয়োজনীয়তা অ-স্বীকার করে, এরা হল লা - মাজহাবী ওহাবী। কোথাও গায়ের মোকাল্লিদ, কোথাও ফারাজী, আবার কোথাও মোহাম্মাদী বলে পরিচিত। যদিও তাদের একটিও হাদিস জানা না থাকে তথাপিও তারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। অপর দলটি খুব চালাকির সহিত মুসলমানদের ঘৃনা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে হানিফী বলে দাবী করে। আমাদের সামনে আমাদের মতোই নামাজ-রোজা পালন করে। তারাই গোলাবী ওহাবী বা দেওবন্দী বলে পরিচিত। আসলে

এরা হানিফী নয়। বরং **First Class** ওহাবী। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিম বঙ্গেও তাবলিগী জামাতের উপদ্রব আর নাই বললে-ই চলে। এই দলটিও ওহাবী - দেওবন্দীদের-ই অবিচ্ছেদ শাখা। কাজেই তাদের নামাজের ঘটা মাথায় বস্তা হাতে লোটা দেখে ভুলে গিয়ে এদেরকে সুন্নী হানিফী বলে মনে করলে-ই বিপদ আছে।

উভয় দলের কাজ - কর্ম ও আচরনে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাদের আক্বিদার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ে-ই ওহাবী ফেরকার প্রবর্তক মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী সম্পর্কে খুব ভাল ধারনা পোষন করেন এবং তার আক্বিদার-ই পৃষ্ঠপোষক। এক কথায় ওহাবী মাজহাবের এই দুটো মূল শাখা হিসাবে কাজ করছে। যার কারণে মোনাজারাহ ইত্যাদিতে সুন্নী বেরেলবীদের বিরুদ্ধে দুটো দল-ই এক হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান যুগে লা- মাজহাবী - ওহাবীদের তুলনায় দেওবন্দী ওহাবীরা অপেক্ষাকৃত ভয়ংকর। কেননা সাধারন মুসলমানেরা তাদেরকে সহজে চিনতে পারেনা।

ওহাবী - দেওবন্দী ধর্মের মূল বক্তব্য-ই হল, সুন্নী জামাতের বিরোধীতা এবং নবী, ওলীগণের বেয়াদবী করা। আমাদের মনে হয় যে, নবী ও ওলীর বেয়াদবী না করলে; তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। তবে, রাত্রে ঘুম ভাল হয় কিনা বড় বড় আলেমের সাথে পরামর্শ না করে বলতে পারবো না।

দেওবন্দী ফেরকার কোরান হাদিসের খেলাফ ইসলাম বিরোধী বদ আক্বিদা ও বদ আমলের বস্তা খুলে দেখাবার সময় এখন হাতে নাই। কেবল দু - চারটে নমুনা পেশ করছি, সাবধানে পড়ুন এবং একটু ভাবুন যে, দেওবন্দীদের আক্বিদা কত জঘন্য। (১) দেওবন্দী ধর্মের গুরু মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী সাহেব নবী পাকের পবিত্র এবং অতুনীয় জ্ঞানকে পশু ইত্যাদির জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন। [হিফজুল ঈমান] (২) দেওবন্দী মাজহাবের কুতুব মৌলবী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব হুজুরের জন্য ইল্মে গায়েব বিশ্বাস করাকে শির্ক বলে বর্ণনা করেছেন। [ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া] বিঃদ্রঃ — সর্ব প্রথম আজাজিল শয়তানকে উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। [দোজখের আজাব ও বেহেস্তের শান্তি ৯৫ পৃষ্ঠা] উক্ত জায়গায় তৈরী মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। (৩) মৌলবী কাসেম নানুত্বী সাহেব হুজুরের পরেও নবী আসতে পারেন বলে বিবৃতী দিয়েছেন। [তাহ্জিরুন্নাস] মূলতঃ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে-ই পাঞ্জাব প্রদেশের (৪) মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবুওয়াতের দাবী করে-ই বসলেন (   )

এই হিসাবে মির্জা সাহেবকে নানুতবী সাহেবের সুযোগ্য অনুসারী বললেও ভুল হবেনা।

(৫) মৌলবী খলীল আহমাদ সাহেব হুজুরের জ্ঞান চাইতে শয়তানের জ্ঞানকে বেশি বলে দিয়েছেন।[বারাহিনে কাতিয়াহ] মনে হচ্ছে, দেওবন্দী মৌলবী সাহেবেরা হুজুরের বেয়াদবী করতে গিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছেন। মনে রাখা জরুরী যে, ওহাবী দেওবন্দীদের এ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা মোনাজারাহ ইত্যাদিতে দেখাবার জন্য আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। তবে সাধারন মুসলমানদের জন্য এগুলো পড়াতো দুরের কথা খরিদ করাও জায়েজ হবেনা।

পশ্চিম বাংলার দেওবন্দী লেখক মৌলবী আজিজুল হক কাসেমী সাহেব হুজুরের বেয়াদবী করতে গিয়ে গুরুদের চাইতেও দেখি এক ধাপ এগিয়ে, কাসেমী সাহেব লিখেছেন যে, আল্লার মোকাবেলায় নবীকে ছোট করিয়া দেখানো বেয়াদবী নহে। বরং ঈমানের অঙ্গ।[হাজের নাজের প্রসঙ্গ ১০ পৃষ্ঠা]

আসলে কথাটা ঠিক এই রকম হবে যে, নবীর মোকাবেলায় আল্লাহকে বড় ধারনা করা অবশ্যই ঈমানের অঙ্গ। বাক্য দুটি লিখতে পড়তে ও শুনতে একই রকম মনে হলেও দুটি কথার মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। সেটা কাসেমী সাহেব বুঝতে পারেন নি।

মোট কথা, পরের বাক্যটি ব্যবহার করাতে নবীর জন্য ছোটো শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে না। কিন্তু কাসেমী সাহেবদের বুঝাবে কে? (আল্লাহ হেদায়েত করুন)

সালার থানার সরমস্তপুর গ্রামে মূলতঃ ওহাবী- দেওবন্দীদের লেখা আপত্তি জনক এই সব বইগুলির উপরে-ই বাহাস মুনাজারা হওয়ার কথা ছিল। যার সঠিক জবাব দেওয়ার ক্ষমতা মৌলবী বাকীবিল্লাহ তো বাচ্চা ছেলে তার বাবারও ছিলনা। যার কারণ-ই দেওবন্দী মৌলবীরা চক্রান্ত করে রাতারাতি মুনাজারা কমিটির কিছু লোক কে ধোকা দিয়া আক্বায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ মূল আলোচ্য বিষয়টিকে পরিবর্ত্তন করে ফেলেন। যা বেরেলবী পন্থী মুনাজিরগণকে মুনাজারায় বসার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত জানতে দেওয়া হয়নি।

ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, এক মাত্র আল্লাহ ও তাঁর হাবিব তৎসহ সুন্নী আলিম এবং ওলীগণের বিরুদ্ধে বইপত্র লেখার কারণে-ই পূর্ব বর্ণিত পাঁচজন ব্যক্তি যথা, — থানুবী, গাঙ্গুহী, নানুতবী, কাদিয়ানী ও আম্বেঠীকে মক্কা ও মদিনা সহ দুনিয়ার চার মাজহাবের মহান মুফতীগণ কাফের বলে শুধু ফাতাওয়া-ই দেন নি বরং ব্যাপারটি জেনে বুঝেও তাদেরকে যারা কাফের বলতে দ্বিধাবোধ করবে তারাও

কাফেরে গণ্য হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই ফাতাওয়া সঠিক বলে অখন্ড ভারতের ২৬৮ জন মুফতী স্বাক্ষরও করেছেন। [হুসামুল হারামাইন ও আস্ সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া] ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার শাখা মাদ্রাসাগুলো সব ওহাবী মতবাদের প্রচার কেন্দ্র। এ সমস্ত মাদ্রাসায় লেখা পড়া করা ও সেগুলোকে সাহায্য করা মোটেই জায়েজ নয়। বর্তমানে সৌদি আরবে ওহাবী সরকার থাকার কারণে সে দেশের সরকারের সাথে ভারতের ওহাবী দেওবন্দীদের খুব-ই মিল ও আদান প্রদান দেখা যায়। আরবের নাজদী ওহাবী মতবাদ প্রচার করার জন্য-ই সৌদি সরকার শুধু ওহাবী দেওবন্দী মাদ্রাসাগুলোকে অনুদান দিয়ে থাকে। সুন্নী জামাতের কোন মাদ্রাসাতে জ্ঞানত এ অনুদান দেওয়া হয় না।

সুন্নীদের সাথে দেওবন্দীদের বিবাদ এই নিয়ে নয় যে, সুন্নীরা দেওবন্দীদের পাকা ধানে মই দিয়ে দিয়েছে। অথবা তাদের হালের গরু পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, বরং এ বিবাদ ঈমান ও আমলকে কেন্দ্র করে। যা ঠান্ডা মাথায় ভাল ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে। আক্বিদা ও আমলের দিক থেকে সুন্নী ও দেওবন্দীদের মধ্যে হাজারো পার্থক্য রয়েছে। জন সাধারনের সুবিধার্থে তার মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে পেশ করা হল।

— ঃ সুন্নীদের আক্বিদা ঃ —	— ঃ দেওবন্দীদের আক্বিদা ঃ —
১/ আল্লার জন্য মিথ্যা বলা অসম্ভব।	১/ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন
২/ সুন্নীদের কলেমা — লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।	২/ দেওবন্দীদের গোপন কলেমা — লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ।
৩/ সুন্নীদের দরুদ ঃ — আল্লাহুম্মা সল্লে আলা সায়্যেদিনা মাওলানা নাবিয়েনা মোহাম্মাদ।	৩/ দেওবন্দীদের দরুদ ঃ — আল্লাহুম্মা সল্লে আলা সায়্যেদিনা মাওলানা নাবিয়েনা আশরাফ আলী।
৪/ বাড়িতে কোরান রাখা ইবাদত।	৪/ বাড়িতে তাকবীয়াতুল ঈমান রাখা ইবাদত।
৫/ নবীগণ ইন্তেকাল করার পরেও জীবিত।	৫/ নবীগণ মরে পঁচে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।
৬/ নবী আল্লার নূরে তৈরী।	৬/ নবী আল্লার নূরে তৈরী নন।
৭/ হুজুরের মতো কেউ নয়।	৭/ হুজুর আমাদের মতো মানুষ।
৮/ হুজুর গায়েবের সংবাদ দাতা।	৮/ হুজুর গায়েব জানেন না।
৯/ নবী পাক হাজির-নাজির।	৯/ নবী হাজির-নাজির নহে।
১০/ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে হুজুরের জ্ঞান বেশি।	১০/ হুজুরের চাইতে শয়তানের জ্ঞান বেশি।

—ঃ সুন্নীদের আমল ঃ—

১/ কেয়াম করা জায়েজ।
২/ মিলাদ করা জায়েজ।
৩/ দরুদ শরীফ পড়া জায়েজ।
৪/ মোনাজাতের শেষে কলেমা পড়া জায়েজ।
৫/ জানাজার নামাজান্তে দোওয়া করা জায়েজ।
৬/ হুজুরের নামে চুম্বন দেওয়া জায়েজ।
৭/ চাহারম, চালিশওয়াঁ করা জায়েজ।
৮/ পীর-ওলী মানতে হবে।
৯/ উরূষ করা জায়েজ।
১০/ গোর জিয়ারত করা জায়েজ।
১১/ মাজারে চাদর, ফুল দেওয়া জায়েজ।
১২/ ফাতেহা করা জায়েজ।
১৩/ আজানের পর সলাত পাঠ করা জায়েজ।
১৪/ একামতের সময় বসে থাকা সুন্নাত।
১৫/ খোৎবার আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত।
১৬/ শবে বরাত করা জায়েজ।
১৭/ শবে বরাতের হালুয়া খাওয়া জায়েজ।
১৮/ মহরম পালন করা জায়েজ।
১৯/ মহরমের খিচুড়ী হালাল।
২০/ নবী দিবস পালন করা জায়েজ।
২১/ আসর ও ফজর নামাজান্তে মোসাফাহা করা জায়েজ।
২২/ গরু-ছাগল ইত্যাদির ভুঁড়ি খাওয়া না জায়েজ।
২৩/ কাকের মাংস খাওয়া হারাম।
২৪/ সুন্নীরা বলে মাজার শরীফ।
২৫/ সুন্নীরা বলে আল্লাহ পাক, নবী পাক।
২৬/ সুন্নীদের ইল্‌মী খুৎবা।
২৭/ সুন্নীদের টুপি উঁচা।
২৮/ সুন্নীদের পাঞ্জাবী-পায়জামা ঠিকঠাক।
২৯/ সুন্নীরা পড়ান ইয়াস্ সার নাল কোরয়ান।
৩০/ সুন্নীদের চুল মাথা ভরা। ৩১/ সুন্নীদের মাথায় পাগড়ী ইত্যাদি।

— ঃ দেওবন্দীদের আমল ঃ —

১/ কেয়াম করা নাজায়েজ।

২/ মিলাদ করা নাজায়েজ।

৩/ দরুদ নাজায়েজ।

৪/ মোনাজাতের শেষে কলেমা পড়া নাজায়েজ।

৫/ জানাজার নামাজান্তে হাত তুলে দোওয়া করা নাজায়েজ।

৬/ হুজুরের নামে চুম্বন দেওয়া নাজায়েজ।

৭/ চাহারম, চালিশওয়াঁ হারাম।

৮/ পীর-ওলী মানা নিষেধ।

৯/ উরূষ করা হারাম।

১০/ কবর জিয়ারত করা হারাম।

১১/ মাজারে চাদর, ফুল দেওয়া হারাম।

১২/ ফাতেহা করা নাজায়েজ।

১৩/ আজানের পর সলাত পাঠ করা নিষেধ।

১৪/ একামতের সময় দাঁড়ানো সুন্নাত।

১৫/ খোৎবার আজান মসজিদের ভীতরে ইমামের মাথার উপরে দেওয়া সুন্নাত।

১৬/ শবে বরাত করা নাজায়েজ।

১৭/ শবে বরাতের হালুয়া নাজায়েজ।

১৮/ মহরম পালন করা হারাম।

১৯/ মহরমের খিচুড়ী হারাম।

২০/ নবী দিবস পালন করা হারাম।

২১/ আসর ও ফজর নামাজান্তে মোসাফাহা নাজায়েজ।

২২/ নাড়ি-ভুঁড়ি (বট) খাওয়া জায়েজ।

২৩/ কাকের মাংস খাওয়া সওয়াব। (পুন্যি)

২৪/ দেওবন্দীরা বলে "মাঝার"

২৫/ দেওবন্দীরা বলে আল্লাহ মিঁয়া, নবী সাহেব।

২৬/ দেওবন্দীদের ৬০খোৎবা।

২৭/ দেওবন্দীদের টুপি গান্ধি টুপির ন্যায় খুব নিচা।

২৮/ দেওবন্দীদের ছোট ভায়ের পায়জামা বড় ভায়ের পাঞ্জাবী।

২৯/ দেওবন্দীরা পড়ান নুরানী কায়দা।

৩০/ দেওবন্দীদের চুল মাথা নাড়া। ৩১/ ওদের মাথায় কালো দড়ি ইত্যাদি।

মূলতঃ এ সমস্ত আক্বিদা ও আমলের পার্থাক্যর কারণে সুন্নী — দেওবন্দী-ওহাবী বিবাদ।

পাঠক মহল সুস্থ্য ও ঠান্ডা মস্তিকে একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, যাদের মধ্যে আক্বিদা ও আমলের দিক থেকে এত গলদ ভরা, তারা কি প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ? — শরীয়তের বিধান মোতাবেক এরা মুসলমান নয়! বরং মুসলীম রূপী অমুসলীম শয়তান। এদের সাথে সমস্ত মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক রাখা জায়েজ নহে। এই হক্ব কথাটি বলার জন্য-ই সুন্নী বেরেলবীরা ওহাবী দেওবন্দীদের চোখের বালি। বর্তমানে উভয় দলের মধ্যে কোনরূপ মিল হওয়ার রাস্তা দেখা যাচ্ছেনা। তবে আমরা সারা বিশ্বের ন্যায় এ দেশেও মুসলীম ঐক্য কামনা করি। এটা অতি বাস্তব কথা। ঐক্যতার উপায় স্বরূপ সমস্ত বাতিল ফেরকা কে উদত্ত আহ্বান জানাই; সত্যিই তারা যদি তাদের বদ আক্বিদা ও বদ আমলগুলো আসলেই পরিত্যাগ করে সত্য দীলে (অন্তরে) আল্লাহ ও রসুলের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে তওবায়ে নসুহা করে সত্য সরল পথ আহলে সুন্নাত অ- জামাতের আক্বিদা ও আমল সমুহ গ্রহণ করে চলতে পারে। তাহলে মনে হয় সকলের এক-ই প্লাটফর্মে আসা সম্ভব হত। কারণ, এখনো তওবার দরজা বন্ধ হয় নাই। ইসলামের দ্বারও খোলা রয়েছে।— অন্যথায় হক্ব ও বাতিলের লড়াই চলছে, চলবে। সালারের সরমস্তপুরের মুনাজারাহ তার-ই একটি অঙ্গ। বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে একটু লম্বা হয়ে গেলেও স্বহৃদয় পাঠক/ পাঠিকা নিরপেক্ষ ভাবে অনুধাবন করলে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। অমাতাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

— ঃ ভূমিকাঃ —

হক্ব ও বাতিলের লড়াই চিরকাল হয়ে আসছে। আজও চলছে, পরেও চলবে; ইনশা আল্লাহ। তার-ই অঙ্গ হিসাবে বাহাস মুনাজারাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হক্বপন্থী সুন্নী বেরেলবী বনাম বাতিল পন্থী ওহাবী- দেওবন্দী বাহাস- মুনাজারাহ আজকের দিনে কোন নতুন কথা নয়। বরং যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। — পাক ভারত এশিয়া উপমহাদেশে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সুন্নীদের সাথে বিভিন্ন বাতিল ফেরকার বিশেষ করে দেওবন্দী ফেরকার বাহাস- মুনাজারার ইতিহাস রয়েছে। দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীর ইতিহাস প্রমান করে দিয়েছে যে, বেরেলবী পন্থীদের মোকাবেলায় বাহাস- মুনাজারাহ ইত্যাদিতে অন্যান্য বাতিল পন্থীদের ন্যায় ওহাবী- দেওবন্দীরাও প্রথমতঃ আসতেই রাজী হয় না। এ কথা গায়ের জোরে বলা হচ্ছে তা নয়। বরং পশ্চিম বাংলার দেওবন্দী মাজহাবের নেতা মৌলবী আজিজুল হক ক্বাসেমী সাহেব তার ''হাজের - নাজের প্রসঙ্গ'' পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় অন্য এক মিথ্যা অজুহাতের আড়ালে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। (আল্‌হামদু লিল্লাহ)

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে হাতিয়ার বানিয়ে যদি কোথাও চলে আসেন। তাহলে কিছু একটা ঝামেলা পাকিয়ে মুনাজারাহ যাতে আর না হয়, এমন পরিস্থিতি তৈরী করে দিয়ে পালিয়ে যাওয়াতে দেওবন্দীদের জোড়া খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে। যথা — (ক) বিগত ০৮/০৮/২০০৬ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে খাগড়া জুম্মা মসজিদে ''একামতের সময় বসে থাকা সুন্নাত'' মসলাটিকে কেন্দ্র করে সুন্নী বনাম দেওবন্দী মুনাজারাহ সভাটি। (খ) বিগত ১২/০১/১৯৯৫ তারিখে বীরভূম জেলার এদরাকপুর গ্রামে দেওবন্দী মাজহাবের আক্বিদা ও খুৎবার আজান কে কেন্দ্র করে সুন্নী বনাম দেওবন্দী বাহাসটি। (গ) বিগত ১২/১১/১৯৯৫ তারিখে বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার পীরতলা মসজিদে ''তাবলীগি জামাত কে মসজিদের ভীতরে থাকতে দেওয়া হবে না'' কে কেন্দ্র করে সুন্নী বনাম দেওবন্দী মুনাজারাটি এবং (ঘ) গত ০৬/০১/১৯৯৬ তারিখে মুর্শিদাবাদের নদাইপুর গ্রামের খুৎবার আজানকে কেন্দ্র করে লালগোলা থানায় অনুষ্ঠিত মুনাজারাহ সভাটি তার-ই জ্বলন্ত প্রমান। প্রয়োজন মনে করলে উল্লেখিত গ্রামগুলিতে গিয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত খবরাখবর জেনে নিতে পারেন।

যদি এ সব ফন্দি কাজে লাগাতে না পারেন, তখন তারা বাধ্য হয়ে বেরেলবী উলামাদের নজরে বন্দী- কারাগারে মুনাজারায় বসে হতাশ মনে একে অপরের মুখ তাকা-তাকি করতে থাকেন আর চিন্তা করতে থাকেন যে, কি হলো আল্লাহ - রে।

সালার সরমস্তপুরের মুনাজারাহ্তেও একই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, গোটা ভারত তথা সারা পশ্চিম বাংলায় সুন্নীদের মুকাবেলায় ওহাবী - দেওবন্দীরা কোন একটি বাহাস- মুনাজারায় এসে জিতে গেছে। এমন কোন সঠিক প্রমান তারা দেখাতে পারবেন না। বরং তারা গোহারা হয়ে হেরে গিয়ে ও নির্লজ্জের ন্যায় জিতেছি জিতেছি বলে প্রচার এবং বেরেলবী পন্থাদের হারিয়েছি বলে চরম অপ-প্রচার চালিয়েছেন। তার একটা নয় বরং ভুরিভুরি প্রমান রয়েছে। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল। .... (অবিকল নকল করা)।

(১) — ঃ মুনাজারার আজিমুশ্ শান ফলাফল ঃ —

স্থান — বেজপুরা, পো ঃ — ফতেপুর, কাটিহার। তাং — বাংলা ২৭শে কার্ত্তিক ১৪০০ সন। ইং — ১৩ই নভেম্বর ১৯৯৩ সাল, রোজ — শনিবার, সময় — বেলা ১০ ঘটিকায়।

÷ Å ± æ ± ক্বয়াম (২) হাজির ও নাজির (৩) ইল্মে গায়েব (৪) হায়াতুন্নাবী (৫) বাশারিয়াতে মুস্তাফা। আহলে সুন্নাত অ জামাত ও উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে মুনাজারাহ।

— ঃ আহলে সুন্নাত অ জামাতের পক্ষে ঃ —

(১) সভাপতি — হজরত মাওলানা ইসলামুদ্দিন সাহেব নেপালী
(আলীপুর, কালিয়াচক, মালদা)

(২) পীর তারিক্বাত হজরত মাওলানা মুফতী ফখরুদ্দিন সাহেব
(কালিয়াচক, মালদা)

(৩) হজরত আল্লামা জহুর আলম সাহেব (কাটিহার)

(৪) হজরত আল্লামা মুজাহিদুল ক্বাদেরী সাহেব (রাজমহল)

(৫) মুফতী মোহাম্মাদ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ)

(৬) হজরত মাওলানা সেকেন্দার আলী সাহেব (উঃ দিনাজপুর)

বি- পক্ষে দেওবন্দী ও লা- মাজহাবী উলামাগণ ঃ —

(১) সভাপতি ঃ — মাওলানা আব্দুল হালিম সাহেব, কাটিহার।
(২) মালানা সামসের আলী সাহেব, কাটিহার
(৩) মাওলানা জামিরুল ইসলাম সাহেব, কিষানগঞ্জ
(৪) মাওলানা মঞ্জুর হোসেন সাহেব, পূর্নিয়া।
(৫) মাওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব, মালদা।
(৬) মাওলানা জারজিস সাহেব, কাটিহার।
(৭) মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, দারিভিটা।
(৮) মাওলানা সাজ্জাদ আলী সাহেব, মেহেদীপুর।

উভয় পক্ষের নির্বাচিত সভাপতি ঃ — জনাব সিদ্দিক বিশ্বাস।
সহ-সভাপতি ঃ — জনাব আনোয়ার বিশ্বাস।
বলরামপুর থানার বড় দারোগা বহু হোমগার্ড সহ।
কমিটি পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঃ — তফজুল মোল্লা, সাদ আব্বাস, রুস্তম, ফাইজুদ্দিন, রিয়াজুদ্দিন, সেন্টু, আব্দুল জলিল, সামসের, নাজির, মকবুল ইত্যাদি।

— ঃ ফলাফল ঃ —

আহলে সুন্নাত উলামাগণ কোরান - হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা হাজির-নাজির ও ক্বেয়াম ইত্যাদি প্রমান করে দিলেন। বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত বাহাস চলতে থাকে। দেওবন্দী উলামাগণ দলিল দ্বারা উক্ত বিষয় সমুহ প্রমান না করিতে পারিয়া ক্বেয়াম জায়েজ বলিয়া দিলেন। (৫০০০) পাঁচ হাজার বিশাল জনতার সামনে উক্ত পক্ষের নির্বাচিত সভাপতি সুন্নী জয়-ই ও দেওবন্দীদের গুরুতর ভাবে পরাজিত ঘোষনা করে বলিলেন যে, নিশ্চয়-ই ক্বেয়াম করা জায়েজ। সমস্ত জন-সাধারন সহ ক্বেয়াম পাঠ করে সভার সমাপ্তি ঘটে। মধ্যখানে দেওবন্দী মৌলবীগণ খাবারের নাম করে কিছু পালিয়েও গেছেন।

বিঃ দ্রঃ — এ বিজ্ঞাপন গ্রামবাসী ও সভা কমিটির তরফ হইতে প্রচার করা হইল। এর বিরুদ্ধে কোন বিজ্ঞাপন ও লোকমুখী কথা গ্রহন যোগ্য নহে।
মুদ্রনে — ভাগ্যলক্ষী প্রেস, টুঙ্গিদিঘী।।

৭৮৬/৯২

(২) — ঃ একদিনের চুড়ান্ত মোনাজারাহ্ ঃ —

গত ১২ই জুন ১৯৯৪ সাল রবিবার উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ এলাকায় বালিরপুর গ্রামে আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের সহিত দেওবন্দীদের মোনাজারাহ হইয়াছে।

আহলে সুন্নাতের পক্ষে মুনাজির ছিলেন, — মুফতী মোহাম্মাদ মতিউর রহমান সাহেব রেজবী। এবং দেওবন্দীর পক্ষে ছিলেন - মাওলানা তাহের হোসাইন গয়াবী। বিষয় বস্তু ছিল "ঈমান ও আক্কায়েদ" সভার রক্ষনা বেক্ষনের দায়িত্ব পালন করিয়া ছিলেন পুলিশ বিভাগ। সভাপতির নির্দেশ মতো মুফতী মতিউর রহমান সাহেব লক্ষাধিক মানুষের সন্মুখে কোরান হাদিসের আলোকে এবং দেওবন্দীদের কয়েকখানা কেতাব হইতে উহাদেরকে কাফের প্রমান করিয়া দিলেন যে, উহারা নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী, নতুন কলেমা ও দরুদ তৈরী করিয়াছেন। এবং হুজুর অপেক্ষা শয়তানের ইল্ম বেশি বলিয়া থাকেন। ইহার পর সভাপতির নির্দেশ মতো দেওবন্দী মোনাজীর তাহের গয়াবী সাহেব তাহাদের কুফরী বাক্যগুলির অপ- ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেদের মুসলমান বলিয়া প্রমান করিতে অক্ষম হইয়া অপ্রাসংঙ্গীক আলোচনায় সময় কাটাইতে থাকেন। এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করেন। অবশ্য পুলিশ বিভাগের তৎপরতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। বেলা ৪ ঘটিকার সময় নামাজের বাহানায় দেওবন্দী মোনাজির সভাস্থল হইতে গোপনে পলায়ন করেন। নামাজের পর মুফতী মতিউর রহমান ষ্টেজে বসিয়া দেওবন্দী মোনাজিরের জন্য অপেক্ষা করেন এবং পুনরায় মোনাজারাহ আরম্ভ করিবার জন্য সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ জানান। কিন্তু দেওবন্দী মোনাজির অনুপস্থিত থাকিবার কারণে সভাপতি সাহেব সভা সমাপ্ত ঘোষনা করেন। অতঃপর উলামায়ে আহলে সুন্নাত সলাত ও সালাম পাঠ করতঃ সভাত্যাগ করেন।

মোহাম্মাদ লতিফুর রহমান রেজবী

বিঃ দ্রঃ — উর্দু বিজ্ঞাপন হইতে সংকলন।

(৩) — ঃ বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল ঃ —

স্থান — কাসিম নগর, পোঃ — গোয়াস, মুর্শিদাবাদ

তাং — ১১/ ০৫/ ১৯৯২

আলোচ্য বিষয় ঃ -আল্লার নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা।

বেরেলবী পক্ষে ঃ — মুফতী গোলাম সামদানী সাহেব ও মুফতী নঈমুদ্দিন সাহেব।
দেওবন্দী পক্ষে ঃ — মাওলানা সামসুর রহমান ও মাওলানা মোশার্‌রাফ হোসেন।
প্রকাশ্য সভা ঃ — মুফতী গোলাম সামদানী রেজবী সাহেব ও মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব কয়েক হাজার জনতার সম্মুখে অত্যান্ত দৃঢ়তার সহিত শান্তিপূর্ণ ভাবে কোরান - হাদিস ও বিভিন্ন প্রকার যুক্তির মাধ্যমে প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, আল্লার নূরে হুজুর পয়দা হইয়াছেন এবং হুজুরের নূর থেকে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে। নিরপেক্ষ কমিটির বিবৃতি ঃ — অদ্যকার সভায় আমরা নিম্ন লিখিত বিচারক মন্ডলী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া ছিলাম এবং সভার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আলেম উলামাগণের কোরান হাদিস ফেক্কা প্রভৃতির ভিত্তিতে যে আলোচনা হইল, তাহাতে আমরা অনুধাবন করিলাম যে, মুফতী গোলাম সামদানী সাহেব ও মুফতী নঈমুদ্দিন সাহেব যে যে হাদিস ও ফেক্কাহ দ্বারা আল্লার নূরে নবী সৃষ্টি এবং নবীর নূরে সারা জাহান সৃষ্টি প্রমান করিলেন, তাহা সত্য। প্রমানের জবাবে মুফতী ? সামসুর রহমান সাহেব ও মোশার্‌রাফ হোসেন সাহেব উপযুক্ত সনদ পেশ করিতে না পারায় বিচারক মন্ডলী এই সিধান্তে উপনিত হইলেন যে, আল্লার নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা হইয়াছে। তাহা বিচারকগণ মানিয়া লইলেন।

নিরপেক্ষ কমিটির সদস্য ঃ — সৈয়দ গোলাম গওস, সৈয়দ আশরাফ মিয়াঁ, জয়নুদ্দিন, আব্দুল জলিল সরকার, মোহাম্মাদ সামসুল হুদা, হাজী মোহাম্মাদ আব্দুর রহিম মন্ডল, হাজী আব্দুল বারী সাহেব ও মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিশ্বাস।
প্রকাশনায় ঃ — কাসিম নগর গ্রামবাসী বৃন্দ।।

(৪) —ঃ মুনাজারার চুড়ান্ত ফলাফল ঃ—

স্থান ঃ — নতুন গ্রাম জামে মসজিদ, বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া।

তাং — ৩রা সেপ্টেম্ব ১৯৯৩ রোজ — শুক্রবার।

আলোচ্য বিষয় ঃ — (১) হাজির - নাজির (২) ইল্মে গায়েব ও ক্বেয়াম

পক্ষে আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম ঃ —

(১) মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব, জঙ্গীপুর।

(২) মাওলানা ক্বাজী মহসীন রেজা, মহম্মদপুর।

(৩) মাওলানা ক্বাজী আবুল কাসেম, ঐ

(৪) মাওলানা আব্দুস সামাদ সাহেব চুঁয়া

বিপক্ষে - দেওবন্দী উলামাগণ ঃ —

(১) মুফতী মনিরুদ্দিন সাহেব, বেলডাঙ্গা - মুর্শিদাবাদ

(২) মুফতী তোহাদ্দিস সাহেব ঐ

(৩) মুফতী সাজাহান সাহেব ইমাম, মালিয়া পোতা

(৪) মাওলানা নজরুল ইসলাম (সেক্রেটারী, খোশবাগ মাদ্রাসা)

(৫) মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব শিক্ষক ঐ

(৬) মাহমুদ দেওয়ান সাহেব, গ্রামের মোয়াজ্জিন।

ঘোষনা ঃ — সুন্নী জামাতের উলামাগণ কোরান - হাদিস হইতে অকাট্য দলিল দ্বারা রসুলুল্লার হাজির - নাজির হওয়া, ইল্মে গায়েব ও সালামে ক্বেয়াম প্রমান করিলেন। দেওবন্দী উলামাগণ উল্লেখীত বিষয় সমুহের বিপক্ষে কোরান হাদিস হইতে কোন সঠিক দলিল পেশ করিতে না পারায় মানিয়া লইলেন এবং সই করিয়া দিলেন। এমনকি নবীজি কে সালাম দেওয়া ফরজ বলিয়া দিলেন।

ইতি সভাপতি ঃ — মোহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মন্ডল।

কমিটি পক্ষে ঃ — মসজিদ সেক্রেটারী মোঃ আবু বাক্কার মন্ডল, আরমান আলী মন্ডল, আরজ আলী মোল্লা, লস্কর আলী দেওয়ান, লিয়াকত আলী মন্ডল, সুজাউদ্দিন দেওয়ান,শরিফুদ্দিন দেওয়ান ও ইব্রাহিম দেওয়ান। ইহা ছাড়া হাজার হাজার জন-সাধারন উপস্থিত ছিলেন।

বিঃ দ্রঃ — এ বিজ্ঞাপন সভা কমিটির তরফ হইতে প্রচারিত হইল। এর বিরুদ্ধে কোন বিজ্ঞাপন বা লোকমুখী কথা গ্রহন যোগ্য নহে।

ইতি ঃ — নতুনগ্রাম গ্রামবাসীর পক্ষে - বেশারাত মন্ডল।

(৫) দুমকা জেলাস্থিত দমদমা ধলোদরগামাঠে

—ঃ মুনাজারার ফলাফল ঃ—

৩০ হাজার জনতার সমাবেশ

আস্ সালামু আলাইকুম,

গত ১৩৮১ সনে গদার পাড়া গ্রামে মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠানে বক্তা হিসাবে দুলান্দি গ্রামের ডাঃ মৌলানা নাসিরুদ্দিন সাহেব ও মেমারীর (বর্দ্ধমান) গোলাম মোর্ত্তাজা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব মিলাদের মাধ্যমে বক্তৃতার শেষে ক্বেয়াম শুরু করেন। এমতাবস্থায় গোলাম মোর্ত্তাজা সাহেব মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে নিজ বক্তব্য শুরু করেন। ওদিকে মাইক বিহীন অবস্থায় ডাঃ সাহেব সত্বর ক্বেয়াম শেষ করেন। ইতিমধ্যে মুর্ত্তাজা সাহেব নিজ মাদ্রাসার জন্য কিছু চাঁদা আদায় করেন ও আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ননা করেন। এবং প্রকাশ্য ক্বেয়াম করা বেদয়াত ও না জায়েজ বলে ফাতাওয়া দেন। আরো বলেন যে, মেমারী টেকনিক্যাল মাদ্রাসার জন্য আমার হাতে যে টাকা দিবে সে যেন নবী - করিমের হাতে টাকা দিল।

হেনকালে ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব "ক্বেয়াম নাজায়েজ সম্বন্ধে" বাহাস করার জন্য আবেদন করেন। প্রতুত্তরে মোর্ত্তাজা সাহেব বলেন যে, মোনাজারাহ করতে আসিনি। তবে বাহাস করলে দিন ধার্য করা হোক। নাসিরুদ্দিন সাহেব পূনরায় বাহাসের জন্য বলেন। অদ্যই ক্বেয়ামের ফায়সালা করা উচিৎ বলে মনে করি। কিন্তু কোন মতে মোর্ত্তাজা সাহেব বাহাসে রাজী হলেন না। এমন সময় মাষ্টার জসিমুদ্দিন সাহেব অনুরোধ সহকারে উভয় কে ষ্টেজ থেকে নামিয়ে নিয়ে চলে যান। যার ফলে সাঁওতাল পরগণার মহিষপুর থানার সমগ্র এলাকায় একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে হয়। এ আলোড়ন চরমে পৌঁছায়। একদিন মকদুম পুরের জালসাতেও মোর্ত্তাজা সাহেব শত শত জনতার সম্মুখে প্রকাশ করেন যে, মিলাদে ক্বেয়াম হারাম, গঞ্জল আরশ দোওয়া নয়, মন্ত্র! মিলাদে দরুদ পাঠ নিষেধ ইত্যাদি বর্ননা করেন। এর-ই পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব সম্মতিক্রমে দিন ধার্য্য করা হইল, আগামী ২১/১২/ ১৩৮২ বাংলা সাল এ সভায় মোনাজারার জন্য উভয় পক্ষে মাওলানা নিযুক্ত করিলেন।

১ম পক্ষঃ — আহলে সুন্নাতুল জামাত হানাফী পক্ষে —

(১) মৌলানা জহুরুল আলম সাহেব, জঙ্গীপুর। (২) মৌলানা উসমান গণী সাহেব (৩) মৌলানা নাসিরুদ্দিন সাহেব।

২য় পক্ষ ঃ — গোলাবী ওহাবী দেওবন্দী পক্ষে —

(১) গোলাম মোর্ত্তাজা সাহেব, মেমারী। (২) আব্দুল ক্বাদের সাহেব, মেদিনীপুর। (৩) মাওলানা সামসুদ্দিন সাহেব, মগরা হাট — ২৪ পরগণা।

ইহা ছাড়া আরো বহু আলেম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় সভাপতি ঃ — মাওলানা মুসা সাহেব (রদিপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক)

সহঃ সভাপতি ঃ — আব্দুল্লাহিল ক্বাফী (প্রধান শিক্ষক চাতরা হাই স্কুল, বীরভূম)

এই সভায় চুড়ান্তের ভার অর্পন করা হইল মৌলানা মুসা সাহেবের উপর।

এই সভার ধারাবাহিক বিবরন লিখার ভার দেওয়া হইল ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব কে।

২য় পক্ষের প্রশ্ন ঃ — (১) ক্বেয়াম নাজায়েজ, (২) মিলাদে দরুদ পাঠ হারাম, (৩) দোওয়া গঞ্জল আরশ মন্ত্র।

উত্তর ঃ — ১ম পক্ষের মাওলানা জহুরুল আলাম সাহেব পবিত্র কোরান মাজিদের আয়াত দ্বারা ক্বেয়াম জায়েজ প্রমান করিলেন। এরূপে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন ও হাদিস - কোরান খুলিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। দেওবন্দীদের বদ্ আক্বিদার বর্ননা দেন, — নবী কারিম দেওবন্দ মাদ্রাসায় উর্দু পড়েছেন। (বারাহিনে কাতিয়াহ)

২য় পক্ষের আব্দুল ক্বাদের সাহেব জহুরুল আলমের উক্তির আংশিক প্রতিবাদ জানান। বারাহিনে কাতিয়ায় ইহা উল্লেখ নাই! মিথ্যা কথা। সঙ্গে সঙ্গে জহুরুল আলম সাহেব কেতাব খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। তখন দেওবন্দী পক্ষের সকলই মানতে বাধ্য হইল। গোলাম মোর্ত্তাজা সাহেব যাহা বলে ছিলেন, তাহার কোন দলিল দেখাতে পারেন নি।

৩০ হাজার জনতা ইয়া নবী সালামু আলাইকা পাঠ করতে থাকে। ক্বাফী সাহেব উসমান গণী সাহেবের পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে থাকেন ও নম্রতার সহিত ক্বেয়াম করেন।

ফলাফল ঃ — রদিপুর মাদ্রাসার মোদার্রেস জনাব মুসা সাহেব শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন যে, মিলাদ মে ক্বেয়াম করনা জায়েজ অ মুস্তাহাব হ্যায়।

উদ্যোক্তা কমিটির নেতা ঃ — মাষ্টার জসিমুদ্দিন সাহেব

গ্রাম ঃ — দমদমা, সাঁওতাল পরগণা।।

৭৮৬/৯১৭

(৬) — ঃ মুনাজারার ফলাফল ঃ —

স্থান ঃ — ভূষনা গনেশপুর জুম্মা মসজিদ, মুরারই, বীরভূম

বিষয় ঃ— জুম্মার খোৎবার আজান মোয়াজ্জিন মসজিদের ভীতরে দাঁড়িদে দিবেন না বাহিরে।

তাং — ৩/ ৩/ ১৯৯৬, বাংলা — ১৯শে ফাল্গুন ১৪০২, রোজ-রবিবার, বেলা — ১১,৩০ হইতে শুরু এবং ৫,৩০ শেষ।

১ম পক্ষ ঃ — (মোনাজির) দেওবন্দী ওহাবী তাবলীগি

(১) মুফতী সামসুদ্দিন সাহেব (আম্ভুয়া, বিহার)
(২) মুফতী নাজিমুল হক সাহেব (বসন্তপুর, বীরভুম)
(৩) মৌলবী আইনুল হক সাহেব (গাঁগাড্ডা, বীরভুম)
(৪) মৌলবী আহমাদ আলী সাহেব (খানপুর, বীরভুম)
(৫) মৌলবী হাসিবুল্লাহ সাহেব (রদিপুর, বিহার)

সহযোগিতায় ঃ —

(১) মৌলবী জালালুদ্দিন সাহেব — বাঁকুড়া জুম্মা মসজিদের ইমাম
(২) মৌলবী তুফান আলী সাহেব — কুমোরপুর, বিহার
(৩) মৌলবী জয়নাল আবেদীন সাহেব — তাবলীগি আমির খানপুর

২য় পক্ষ মুনাজিরে আহলে সুন্নাত অল্ জামাত (বেরেলবী)।

(১) মুফতী আব্দুল হাকিম সাহেব — (সাইদাপুর মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ)
(২) হাফেজ মোস্তাকিম সাহেব — (নলহাটী, বীরভুম)
(৩) ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব — (দুলান্দি)
(৪) মুফতী কাজেম আলী সাহেব — (ভাদিশ্বর, মুরাবই)
(৫) মুফতী নুরুল হোদা সাহেব — (গাগাঁড্ডা, বীরভূম)

সহযোগিতায় ঃ —

(১) মাওলানা সাবির আলী চিশ্‌তী — (সাইদাপুর মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ)
(২) মাওলানা বজলে আহমাদ ক্বাদেরী — (সিরাজপুর, বিহার)
(৩) হাফেজ সাব্বির আহমাদ সাহেব — (খিতোড়া, বীরভুম)

বিচারকগণের রায় ঃ —

১মপক্ষ অর্থাৎ — দেওবন্দী পক্ষ।

কোন নির্দিষ্ট কেতাব থেকে প্রমান করতে পারলেন না যে, জুম্মার দ্বিতীয় আজান (খোৎবার আজান) মসজিদের ভীতরে হবে।

২য়পক্ষ অর্থাৎ — বেরেলবী পক্ষ।

কোরান শরীফের আয়াতের ব্যাখ্যা তফসীরে জালালাইন হইতে প্রমান করেছেন যে, খোৎবার আজান মসজিদের দরজার উপর - বাহিরে হবে।

মন্তব্য ঃ — উভয় পক্ষের বক্তব্য জানা ও শোনার পর আমরা উভয় বিচারক স্থীর সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে, আজান মসজিদের বাহিরে কিংবা দরজার উপরে দিতে হবে। মসজিদের ভীতরে আজান দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ ও মাকরূহ তাহরিমী।

ইতি — বিচারকদ্বয়।

(১) মোঃ নজরুল ইসলাম — বি, এস, সি (অনার্স) হিসাব শাস্ত্র
সহকারী শিক্ষক — শেখদিঘি হাইস্কুল
প্রাক্তন প্রধান — ডুমুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

২) আব্দুর রাজ্জাক — বি, এ, (অনার্স) ইকোনোমিক
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অডিট অফিসার, ধনঞ্জয় বাটী, বীরভুম।

কমিটির পক্ষে ঃ —

(১) মোশাররাফ হোসেন (২) আইনুল (ধনু) (৩) জানে আলম (৪) সেদাতুল্লাহ।

এতদ্বা সত্বেও তারা খেয়ে না খেয়ে রাত দিন সমানহারে জামাত করে সুন্নী বেরেলবী বিরোধী অপ- প্রচার চালিয়ে-ই যাচ্ছে।

আলোচ্য সরমস্তপুরের মুনাজারাতেও তারা এক তিল পরিমানও এর ব্যাতিক্রম হতে দেননি। সুতরাং এ কথা আর মোটেই অসত্য নয় যে, আল্লার রহমতে নবীর অসিলাতে মুর্শিদদের দোওয়াতে ওহাবী - দেওবন্দীদের মোকাবেলায় বাহাস- মুনাজারায় বেরেলবীরা সর্বদায় সবদিক থেকেই জিতে যায়। কেবলমাত্র অপ-প্রচার চালানোর ব্যাপারে তাদের কাছে হার মানতে হয়।

আসলে দেওবন্দী মৌলবীরা এ ব্যাপারে এত পারদর্শী যে, ভাবতে অবাক লাগে। আমাদের মনে হয় যে, এ ব্যাপারে তারা বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। আর সরমস্তপুরের মুনাজারায় তো অপ-প্রচার চালাতে গিয়ে তারা বিগত সমস্ত রেকর্ড-ই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন শুনছি। আজব কাহিনী।

পশ্চিম বঙ্গের সালার এলাকার মানুষ যুগ যুগ ধরে সুন্নী জামাতের এবং তুলনা মুলক ভাবে শিক্ষিত নাকি বেশি। তাদের মতো লোক ওহাবী ফেৎনায় জড়িয়ে পড়লেন কি ভাবে! এবং অপ-প্রচারের মতো নোংরা কাজে অংশ গ্রহন করলেন কোন বিবেকে! ভেবে কুল পাওয়া যায়না।

আল্‌হামদু লিল্লাহ সারা দেশের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গেও সুন্নী উলামায়ে কেরাম তাদের ক্ষুরধার লেখনী এবং মঞ্চে কোরান হাদিসের আলোকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়া দলিলি বক্তব্য দ্বারা সুন্নী জামাত তথা মাসলাকে আলা হজরতের ব্যাপক - প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে এক বে-নজীর দৃষ্টান্ত কায়েম করে যত প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন, দেওবন্দীদের পায়ের তলার মাটি দিন দিন তত খসতে আরম্ভ করেছে। যার কারণে তারা মাতালের ন্যায় বেতাল হয়ে দিশাহারা হয়ে আবোল - তাবোল বলে ও লিখে বেরেলবী বিরোধী অপ-প্রচারের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে বাজিমাত করার স্বপ্ন দেখছেন। তবে কুঁজোর সোজা হয়ে শোয়ার স্বপ্ন-ই বৃথা।

এতে করে লাভ হয়েছে হক্বপন্থী বেরেলবীদের আর মারাত্বক সর্বনাশ হয়েছে বাতিলপন্থী দেওবন্দী - ওহাবী তাবলীগিদের। যার ফল স্বরূপ বলা যায়, মুর্শিদাবাদের পাঁচ গ্রামের দারুল হুদা মাদ্রাসাটি দেওবন্দের দখলে ছিল। গ্রামের লোক যেহেতু সুন্নী হানিফী মিলাদ ক্বেয়ামপন্থী, সেহেতু ওহাবী- দেওবন্দী মৌলবীরা খুব চালাকির সহিত সুন্নী হানিফী মুখোস পরে থাকতো, আর ভিতরে ভিতরে ওহাবী মতবাদ প্রচার করতো। এলাকার বিভিন্ন জালসায় বেরেলবী উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে এদের মুখোসগুলি যখন খুলে দেওয়া হলো, তখন এলাকার সুন্নী মুসলমানেরা বুঝতে পারলেন যে, সুন্নী হানিফী সেজে থাকলে হবে কি ? আসলে তা নয়। বরং এরা **Original** ওহাবী। তখন সুন্নী উলামা ও জনগণের যৌথ উদ্দ্যোগে মাদ্রাসাটি তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এবং সেখান থেকে দেওবন্দী মৌলবীদেরকে বিতাড়িত করে বেরেলবী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে মাদ্রাসাটির নাম ''মাদ্রাসা রেজবীয়া দারুল হুদা''। সেখানে গিয়ে দু- নয়নে দেখে আসতে পারেন।

মুর্শিদাবাদের ভগবান গোলা থানার হাবাসপুর মাঠ পাড়া নিবাসী দেওবন্দী মৌলবী নাজমুল হক সাহেব মাডার কেসের আসামী তার নিজের গ্রামে অসৎ আচরনের জন্য এক ঘরে হয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত ডোমকলে বাসা বেঁধেছে। এলাকার সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে হ্যান্ডবিল প্রকাশ করায় ভগবানগোলা থানায় ভুল স্বীকার করে চরম অপমানিত হয়েছেন। জীবনে আর কোন দিন এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবো না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন।

মুর্শিদাবাদের সুলতানপুর — মালীপুর গ্রামে দেওবন্দী মৌলবীরা ভুয়া চ্যালেঞ্জ দিয়ে পালিয়ে আসায় গ্রামে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। ''তার মধ্যে মৌলবী বাকিবিল্লাহ এক নম্বরে ছিল''। পরে থানার সহযোগিতায় মিমাংসা হয়।

দেওবন্দী পন্থীরা ঐ গ্রামের ইমাম সাহেবের পায়ে ধরে, পায়ে ধরে, পায়ে ধরে ক্ষমা ভীক্ষা নেয়। এবং ২,৫০০ আড়াই হাজার টাকা জরিমানা দেয়। — আরো একটি ঘটনা না জানালে মন ভরছে না।

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়া থানায় কেদারতলা গ্রামে একটি সুন্নী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জালসায় বক্তা হিসাবে অন্যান্যদের মধ্যে উভয় বঙ্গের বক্তা হিসাবে সম্রাট শাইখুল হাদিস আল্লামা শায়েখ আবুল কাসিম সাহেব কালিমী, বুলেট বক্তা মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব, এবং মুফতী আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এশার পর থেকে ফজরের আজানের পূর্ব পর্যন্ত জালসা চলতে থাকে। ফজরের নামাজের পর সুন্নী উলামায়ে কেরাম বিদায় নিবেন; এমন সময় একদল দেওবন্দী মৌলবী এসে উপস্থিত হলো। তাদের বক্তব্য ছিল আপনারা রাত্রে জালসায় বক্তব্যের মাঝে ক্বেয়াম জায়েজ বলেছেন। এটা আমরা হাদিসে দেখতে চাই! সুন্নী উলামাগণ বললেন যে, আমরা জালসা করতে এসেছি, হাদিসের কেতাব তো বেঁধে আনি নি। অতএব, আপনারা যে যে হাদিসে দেখবেন, সে সে হাদিস নিয়ে আসুন। আমরা যা বলেছি তা ঠিক দেখিয়ে দিব, ইনশা আল্লাহ।

অতঃপর তারা কয়েকটি হাদিসের কেতাব নিয়ে এলেন, তখন আবুল কাসিম সাহেব হাদিসগুলি বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৪০৩ পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখিয়ে দিলেন এবং ক্বেয়াম জায়েজ প্রমান করে দিলেন। তার পর তারা মুখে কুলুপ এঁটে উঠে চলে যাবেন, এমন সময় জনগণ বলে উঠলেন যে, আপনারা কি ক্বেয়াম নিষেধের দলিল দেখাতে পারবেন? এর উত্তরে দেওবন্দী মৌলবীরা কেউ মুখ খুলতে না পেরে চরম অপমানিত হন এবং পলায়ন করেন।

ঈমান তাজা করা আরো দুটি ঘটনা ঃ —

(১) বিখ্যাত দেওবন্দী মৌলানা জনাব সাঈদ আহমাদ সাহেব (গোজার নাওয়ালা) দেওবন্দী মাজহাবের নোংরা আক্বিদা ও আমল বর্জন করে লিখিত ভাবে প্রকাশ্য তৌবানামা প্রকাশ করে ২৫ বছর পর সুন্নী জামাতে যোগ দিয়েছেন। তার তৌবানামা ইস্তেহারটি আমাদের নিকটে রক্ষিত আছে।

(২) বিগত ২৯/ ১২/ ১৯৯৬ তারিখে ঝাড়খন্ডের রাজমহল এলাকার হাসানটোলা গ্রামে মাদ্রাসা জিনাতুল উলুমের বাৎসরীক জালসার প্রধান অতিথি এশিয়া উপ-মহাদেশ বিখ্যাত মুনাজির মুফতী মোহাম্মাদ মতিউর রহমান রেজবী সাহেবের অপূর্ব দলিলি ভাষন শ্রবন করে অত্র এলাকার গোবিন্দপুর মিছুটোলা নিবাসী মঈনুদ্দিন সাহেবের পুত্র দেওবন্দী মৌলবী সেকেন্দার আলী সাহেব দেওবন্দী মাজহাবের ত্রুটিগুলি বুঝতে পেরে প্রকাশ্যে তৌবা করেন এবং মুফতী সাহেবের হাতে হাত রেখে "সুন্নী বেরেলবী জামাত গ্রহন করলাম" বলে শপথ নেন। তার তৌবা নামাটিও আমাদের সংগ্রহে রয়েছে।

সরমস্তপুর গ্রামে মুনাজারাহ হওয়ার
— ঃ মুল কারণ ঃ —

সরমস্তপুর গ্রামের সাধারন মানুষ যুগযুগ ধরে সুন্নী বেরেলবী মতবাদে বিশ্বাসী, পীর ভক্ত এবং মিলাদ ক্বেয়াম পন্থী। দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রামে স্থানীয় কোন সুন্নী আলেম না থাকার সুযোগে বেশ কয়েক বছর থেকে দু-একজন দেওবন্দী মৌলবী সুন্নী বেশভূষায় ইমাম হিসাবে ঢুকে পড়ে এবং অতি ধীর গতিতে সুন্নী বিরোধী ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে থাকে। গ্রামে কিছু সচেতন সুন্নী জনগণ উক্ত দেওবন্দী ইমামের মতলব বুঝতে পেরে সুন্নীয়াতের প্রচারের জন্য গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিন তিনটি বিরাট আকারে সুন্নী জালসা করেন। তাতে গ্রামের মানুষ শুধু সাড়া-ই দেন নি বরং চরম আনন্দিত হয়েছেন। উক্ত জালসাগুলিতে সুন্নী বক্তা হিসাবে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তা সম্রাট শাইখুল হাদিস আল্লামা আবুল কাসিম সাহেব (সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ) এবং মুফতী মোহাম্মাদ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর) অনর্গল দলিলি বক্তব্যের মাঝে পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, বেরেলবী জামাতের আক্বিদা - আমল-ই হক্ব কোরান হাদিস মোতাবিক, ও দেওবন্দী- ওহাবী মতবাদ বাতিল যাহা কোরান হাদিস বিরোধী।

জালসাগুলি সফল হওয়ার পর থেকে-ই গ্রামের দেওবন্দী ইমামের পেট ফুলতে শুরু করে এবং তার রাতের ঘুম হারাতে থাকে। উক্ত ইমামকে কেন্দ্র করেই গ্রামে শুরু হয় সুন্নী — দেওবন্দী মত বিরোধ, গন্ডগোল। তার-ই সমাধান স্বরূপ অনুষ্ঠিত হয় বাহাস - মুনাজারাহ। — মুনাজারায় বেরেলবী পক্ষ জয়ী হয় এবং দেওবন্দী পক্ষ গুরুতর ভাবে পরাজয় বরন করে। মুনাজারার পর গ্রামে দুধ - পানি আলাদা আলাদা হয়ে যায়। বর্তমানে গ্রামে সুন্নী বেরেলবীদের সম্পূর্ণ আলাদা জামাত হচ্ছে। ঈদগাহ্ জুম্মা মসজিদও আলাদা হয়ে গেছে। দেওবন্দী ইমামের কিছু অন্ধ ভক্ত পুরাতন মসজিদে দেওবন্দী জামাত চালু রেখেছে বটে কিন্তু কতদিন **Lasting** করবে আল্লাহ-ই ভাল জানেন। ভদ্র সুন্নী জনগণ তাতে নাক গলাতে যায় না।

মুনাজারার প্রায় ছয় মাস পরে আমরা জানতে পারলাম যে, দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে মুনাজারাহ্‌কে কেন্দ্র করে বেরেলবী বিরোধী একটি প্রচার পুস্তিকা বের করা হয়েছে। পুস্তিকাটির নাম "বাহাস - মুনাজারা"।

পুস্তিকাটি বের করা হয়েছে জানতে পারার পর-ই ভেবে নিতে হয়েছিল যে, পুস্তিকাটি হস্তগত হলে তার একটি উপযুক্ত জবাব দেব, ইনশা আল্লাহ। তার মাস খানেক পরে-ই পুস্তিকাটি আমরা পেলাম এবং পুস্তিকাটি পড়ে যা দেখলাম, তাতে এ ধরনের গন্ডমূর্খ, বেয়াদব ও বে-তমিজ লেখকের জবাব দেওয়া ঠিক হবে কিনা পীর ও মুর্শিদ হুজুর পাকের পরামর্শ নেওয়া বিশেষ দরকার বলে মনে হয়। আরো চিন্তা করলাম যে, আলোচ্য পুস্তিকাটির পিছনে যাদের হাত রয়েছে, তারা যেন বালিশের ন্যায় ফুলে না উঠেন, যার কারনে এর জবাব তো কোন সুন্নী আলেম দিতে-ই রাজী হবেন না। অবশ্য পুস্তিকাটির যা বক্তব্য তা খন্ডন করার জন্য কোন সুন্নী আলেমের প্রয়োজন-ই হবে না। বরং সুন্নী মাজহাবের একজন তালিবে ইল্ম-ই কাফী। পুস্তিকাটি যারা পড়েছেন তারা বুঝেছেন যে, এর জবাব দেওয়া মানেই কালি ও সময় অপচয় করা।

এতদ্বা সত্বেও সুন্নীদের নিরবতাকে যেন কেউ তাদের অক্ষমতা মনে না করেন। এবং সরল প্রাণ মুসলমানেরা পুস্তিকাটি পড়ে যেন বিভ্রান্তি না হন। যার কারণে আলোচ্য পুস্তিকাটির জবাব দেওয়া হল।

(১) আলোচ্য পুস্তিকাটি কভার সহ মোট ১৬ পাতার। তার মধ্যেই কম করে সাত জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরমস্তপুর জামে মসজিদের ঠিকানা লেখা হয়েছে। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, একটি ঠিকানা লেখার জন্য আর জায়গা পান নি? এক-ই ঠিকানা বার বার বরং সাতবার লেখার মতলব কি? জবাব দিতে পারবেন?

(২) আলোচ্য পুস্তিকাটি একটি ভুমিকা, বাহাস - মুনাজারা (১৪১৩) শিরোনামে একটি লেখা এবং ষোল দফা কলমে সমাপ্ত। তবে ভুমিকাটির মধ্যে বেরেলবী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত জঘন্য ও অ-যৌক্তিক কথাবার্ত্তা লেখা হয়েছে যে, এ ধরনের লেখক আর যাই হোক মানুষ হতে পারে না, ভুমিকায় লেখা হয়েছে যে, এদের (বেরেলবীদের) **Trede Mark** হল ৭৮৬/৯২ অথবা $\frac{৭৮৬}{৯২}$ কখনো বা অন্য কিছু। হালফিল সংস্করন

$\frac{৬৬}{\frac{৭৮৬ - ৯১৭}{৯২}}$ অর্থাৎ ওরা বলতে চায় নবীও আল্লাহ সমান। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, বিসমিল্লার পুরো বাক্যটির মোট ১৯টি অক্ষরের আবজাদী মান এর যোগফল ৭৮৬। আর হুজুরের পবিত্র নাম মোহাম্মাদ শব্দের চারটি অক্ষরের মান এর যোগফল ৯২। অতএব, ৭৮৬/৯২ পাশাপাশি অথবা $\frac{৭৮৬}{৯২}$ উপর নিচে লেখাতে আল্লাহ ও নবী সমান হয় কি করে? ভুইফোঁড় ভুমিকা লেখক প্রমান করতে পারবেন কি? তা ছাড়া কোন সুন্নী আলেম কোথাও কি বলেছেন বা লিখেছেন যে, আল্লাহ ও নবী সমান? যদি বলে থাকেন বা লিখে থাকেন তাহলে আমরা তার সঠিক প্রমান চাই! আমরা চ্যালেঞ্জ করছি এর সঠিক প্রমান কেউ দিতে পারবেনা। ক্বেয়ামত পর্যন্ত পারবেনা। ৭৮৬ সংখ্যার পাশে ৯২ সংখ্যাটি লেখাকে যদি পরোক্ষভাবে আল্লার নামের পাশে নবীর নাম লেখা-ই ধরে নেওয়া যায়, তবুও আল্লাহ ও নবী সমান এ কথা হরগিজ প্রমান হয় না। হবেও না। পরোক্ষভাবে তো দুরের কথা, যদি সরাসরি আল্লার নামের পাশে-ই নবীর নাম লিখে দেওয়া হয়, তথাপিও শরীয়ত মতে কোন যায় আসে না। বরং এটা ইসলামের সুন্নাত বলে গন্য হবে। দেখুন, ইসলাম ধর্মের প্রধান ও প্রথম কলেমায়ে তৈয়্যেবায় পবিত্র নাম মোহাম্মাদ লেখা রয়েছে- । প্রথম কলেমায় আল্লাহ্ ও নবীর নাম একেবারে এমন পাশাপাশি লেখা আছে যে, এখানে আল্লার নাম উপরে ও নবীর নাম নিচে লেখা তো দুরে থাক, মাঝে কোন অবলিগ ইত্যাদি কোন কিছু-ই নাই। এতে প্রমান হল যে, আল্লার নামের পাশে-ই নবীর নাম লেখা অথবা ৭৮৬ এর পাশে ৯২ লেখা থানবী বা ইলিয়াসি আদাত নয় বরং ইসলামী সুন্নাত। যদি দেওবন্দীদের চোখ থাকত তাহলে অবশ্যই প্রথম কলেমায় তাহা দেখতে পেত।

এতে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয়ে গেল যে, দু-জনার পাশাপাশি নাম থাকলে-ই দু-জনার সমান হওয়া মোটেই জরুরী নয়। **First Boy** এর পাশে-ই **Secend Boy** এর নাম থাকে, কোই তাতে তো দু-জনা সমান হয়ে যায় না।

নাম কেন ? স্বয়ং দু-জনার পাশাপাশি থাকাও দু-জনকে সমান করে দিবে এমন কথা নয়। তাই যদি হতো, তাহলে কোন দেওবন্দী মৌলবী যদি তার বিবিজানকে নিয়ে এক রিক্সায় পাশাপাশি বসে কোথাও যায়, তাহলে কি দেওবন্দী স্বামী বিবি হয়ে যায় ? না বিবি স্বামী হয়ে যায় ? — কোন দেওবন্দী লোকের বাবার একদম পাশে যদি তার মাকে বসানো যায়, তাহলে কি বাবা মা হয়ে যায় ? না মা বাবা হয়ে যায় ? দেওবন্দী মৌলবীদের এ ব্যাপারে ফাতাওয়া কি ? — আমাদের (বেরেলবীদের) ফাতাওয়া হচ্ছে যে, স্বামী - স্ত্রী পাশাপাশি থাকলেও স্বামী স্বামী-ই থাকবে আর স্ত্রী স্ত্রী-ই থাকবে। মা বাবা যতই পা শাপাশি থাকুক, মাকে মা-ই বলতে হবে, বাবা কে বাবা-ই বলতে হবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে-ই সমান হবে না। কোরান শরীফের পাশে বোখারী শরীফ রাখলে, কোরান শরীফ কোরান শরীফ-ই থাকবে, বোখারী শরীফ বোখারী শরীফ-ই থাকবে। শতাধিত জায়গায় মসজিদের পাশে মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসার পাশে মসজিদ আছে, কোই ? তাতে তো মসজিদ ও মাদ্রাসা সমান হয়ে যায় নি ? বহু কেতাবে কোরানের আয়াতের পাশে হাদিস লেখা আছে, সেখানে তো আয়াত ও হাদিস সমান হয়ে যায় না ? তবে কেন আল্লার নামের পাশে নবীর নাম লিখলে অথবা ৭৮৬ এর পাশে ৯২ লিখলে, আল্লাহ ও নবী সমান হবে ?

(৩) উক্ত ভুমিকায় আরো লেখা হয়েছে যে, —

"এ সব এলেম (বিদ্যা) নাকি হিন্দুস্তানের বেরেলী শরীফের মাদ্রাসায় রিজভীতে পঠন পাঠন হয়" এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, জাহেল লেখক বেরেলী শরীফের মাদ্রাসার নামটা পর্যন্ত সঠিক ভাবে লিখতে পারেনি।

পাঠক বৃন্দের অবগতির জন্য বলছি যে, মারকাজে আহলে সুন্নাত বেরেলী শরীফে বর্তমানে মোট চারটি **Univer sity** তার মধ্যে প্রধান ইউনিভারসিটির নাম হচ্ছে "জামিয়া রেজবীয়া মাঞ্জারে ইসলাম"। পশ্চিম বাংলায় এর ছোট বড়ো শতাধিক শাখা মাদ্রাসা রয়েছে। শুধু সাইদাপুর ও গাড়ীঘাট মাদ্রাসাকে তার শাখা বলে উল্লেখ করা মুর্খামী নচেৎ বদ্‌মাইশী।

(৪) আলোচ্য পুস্তিকাটির লেখক বা প্রকাশক হিসাবে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রকাশনায় শুধু সরমস্তপুর জামে মসজিদ বলে উল্লেখ আছে। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, সরমস্তপুরের জামে মসজিদের দেওয়াল - ছাদ, মিম্বার - মিনার ইত্যাদি কি পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে ? না পক্ষে কোন মানুষ ছিল ? যদি ছিল, তাহলে তার নাম উল্লেখ নাই কেন ? ধাপ্পাবাজী করার জায়গা পাননি ?

(৫) অবশ্য আলোচ্য পুস্তিকাটির ষোল দফা ও শেষ কলমে এরূপ লিখিত আছে যে, "আয় আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার সঠিক ও সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো (আমিন)। অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ"। এর পর একে বারে নিচে দ্বীন মোহম্মদ নামে একজন ফাসেক লোকের সভাপতি হিসাবে ছবি সহ নাম দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, একজন ফাসেক লোকের মুখে এই প্রার্থনা করা মানে-ই চোরের মুখে ধর্মের কাহিনি নয় কি? তাছাড় যে আরবী বাক্যটি (কোরানী আয়াত) লিখে পুস্তিকাটি সমাপ্ত করা হয়েছে। তার অনুবাদ করা তো দূরের কথা, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেনতো? দ্বীন মোহাম্মদ সাহেব? পুস্তিকাটি পরোক্ষ ভাবে দ্বীন মোহম্মদ সাহেবের নামে চালালেও তাতে দেওবন্দী মৌলবীদের কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেটা বুঝতে আমাদের কোন রকমের অসুবিধা হয়নি।

(৬) মুনাজারায় সভাপতি হিসাবে দ্বিন মোহাম্মদ সাহেব মোটেই নিরপেক্ষ ছিলেন না। তার কয়েকটি জিন্দা প্রমান নিচে দেওয়া হল ঃ —

(ক) মুনাজারার টেপ রেকর্ড ও **V.D.O.** ক্যাসেটগুলি উভয় পক্ষের আলেমদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। তিনি তা না করে শুধু দেওবন্দী মৌলবীদের হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এটা কি নিরপেক্ষতার পরিচয়?

(খ) বাহাস — মুনাজারার পর কোন পক্ষের তরফ থেকেই এ ব্যাপারে কোন পুস্তক - পুস্তিকা তো দুরের কথা, কোন বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হবেনা বলে ঘোষনা দেওয়া হয়ছিল। এর পরও আলোচ্য পুস্তিকাটি বের হল কেন? সভাপতি সাহেব জবাব দিতে পারবেন কি? এটা অফাদারী না মিরজাফরী?

(গ) বেরেলী পক্ষে দ্বীন মোহাম্মদ সাহেবের জানা শোনা কয়েকজন যোগ্য বিজ্ঞ মুফতী সাহেব ছিলেন। তাদের নামের পূর্বে মুফতী শব্দ ব্যবহার করা নাই। অন্য দিকে দেওবন্দী পক্ষের মুরুব্বী মৌলবী মনিরুদ্দিন সাহেব কে মুফতী লিখতে ভুল করেন নি। এটা কি সভাপতির এক তরফা অন্ধ ভক্তির পরিচয়? না আর কিছু?

(ঘ) পুস্তিকাটির প্রাপ্তিস্থানগুলির মধ্যে কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়নি। সভাপতির অনিরপেক্ষতার এটাও একটা দলিল।

(ঙ) আমরা নির্ভরযোগ্য খবরে জেনেছি যে, **V.D.O.** ক্যামেরা ম্যানরা দেওবন্দীদের হাতে বিক্রি হয়ে পড়েছিল। তাই তারা শুধু দেওবন্দীদের বক্তব্যগুলি ভালভাবে ক্যাসেট করেছে। বেরেলী পক্ষের বক্তব্যগুলি ভালভাবে ক্যাসেট করেননি। এটা যেন ফাঁস না হয়ে যায়, সেই কারণে দেওবন্দী সমর্থক অনিরপেক্ষ সভাপতি বেরেলবী মুনাজিরদের হাতে ক্যাসেট গুলি পৌঁছাতে সাহস করতে পারেন নি।

(চ) সুন্নী মুনাজিরদের নাম ও ঠিকানা লেখার ব্যাপারেও সভাপতি দ্বিন মোহাম্মদ সাহেব অবিচার করতে কসুর করেন নি। সূতরাং এ ধরনের অ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি কোন বাহাস মুনাজারার সভাপতি হওয়ার যোগ্য নয়। এবং তার কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মোটেই গ্রহন যোগ্য হতে পারে না। কাজেই, তার দ্বারা প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তিকাটির উপর ভরসা করা মারাত্মক ভুল হবে।

(৭) আলোচ্য পুস্তিকাটির ২৬ পৃষ্ঠায় ১৫ দফা কলমে পরিশিষ্ট শিরোনামে লিখিত আছে যে,''উলামায়ে দেওবন্দের মত হল কোন মুসলীম তো দুরের কথা, একজন অমুসলীমকেও কাফের বলা যাবে না''। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, মুসলমান নয়! এমন ব্যক্তি-ই তো অমুসলীম বা কাফের হয়! কাজেই অমুসলীমদের কাফের বলা যাবে না কোন যুক্তিতে? গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, মুসলীম বা গায়ের মুসলীম। এখন দেওবন্দীদের মত অনুযায়ী কোন অমুসলীমকে যদি কাফের বলা না যায়, তাহলে দুনিয়াতে তো আর কেউ কাফের-ই থাকছে না, সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। গোটা দেওবন্দী জামাত একত্রিত হয়েও কি এর জবাব দিতে পারবে?

আসলে ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী বাতিল আক্বিদা ধারনকারী দেওবন্দীরা-ই অমুসলীম বা কাফেরে গণ্য। এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। যার কারণে কোন কাফেরকে কাফের বললেই দেওবন্দীদের কষ্ট হয়। দারুন কষ্ট! কারণ, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। আমাদের (সুন্নী বেরেলবীদের) মত হল যে, যেমন কোন মুসলীমকে কাফের বলা যাবে না, ঠিক তেমন-ই কোন অমুসলীমকে মোমিন মুসলমানও বলা যাবে না। অমুসলীম ও কাফেরের মধ্যে কতটা ফারাক তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওবন্দী মৌলবীদের উপর-ই রইল। আমাদের মনে হয় যে, দেওবন্দী মৌলবীরা বুঝে কথা খুব কম-ই বলে। সম্ভবতঃ এ কারণে-ই ভারত বিখ্যাত সুন্নী মুনাজির আল্লামা মুস্তাক আহমাদ নিজামী সাহেব (রহমা তুল্লাহ আলাইহে) বলেছিলেন যে, ''দেওবন্দী বোলতা হ্যায় মাগার সামাঝতা নেহী''।

(৮) উক্ত শিরোনামার ২৭ পৃষ্ঠায় আরো লিখিত আছে যে, উলামায়ে দেওবন্দীদের অভিমত ''দোষে গুনের সমন্বয়ে মানব জীবন''। মানুষের কর্মকে ১০০ ভাগে ভাগ করে যদি ৯৯টা দোষ বা মন্দ এবং একটা ভাল গুন পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ভাল গুনটি দিয়েই বিচার বিবেচনা করতে হবে। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, দেওবন্দীদের উক্ত অভিমত অনুযায়ী যদি কোন মানুষ ৯৯ বার মন্দিরে গিয়ে পূজা করে আসে, আর একবার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আসে; তাহলে তাকে গোনাহ্গার,

বলা যাবে? না পরহেজগার বলা যাবে? যদি কোন লোক ৯৯ বোতল মদ পান করে আর এক গ্লাস দুধ পান করে, তাহলে তাকে মদখোর বলতে হবে? না দুধ খোর বলতে হবে? যদি কোন সন্তান পিতা - মাতাকে ৯৯ বার গালি দেয় আর একবার আব্বাজান - আম্মাজান বলে ডাকে, তাহলে এমন সন্তান পিতা - মাতার সু-সন্তান হবে? না কু- সন্তান হবে? যদি কোন মুসলমান ৯৯ বার রাম নারায়ন মালা জপে আর একবার আল্লাহ আল্লাহ নামের তসবীহ পড়ে, তাহলে এমন মুসলমান ভাল বলে বিবেচিত হবে কি? যদি কোন মানুষ ৯৯ বার পরনারীর সহিত ব্যাভিচার করে আর একবার নিজ স্ত্রীর সহিত মেলামেশা করে, তাহলে কি লোকটিকে ভাল মানুষ বলা যাবে? যদি কোন লোক ৯৯টা মিথ্যা আর একটি সত্য বলে, তাহলে লোকটি মিথ্যাবাদী? না সত্যবাদী? যদি ৯৯ পোয়া গোবর আর এক পোয়া গুড় দিয়ে কোন আধুনিক খাবার তৈরী করে কোন দেওবন্দী মৌলবীকে খেতে দেওয়া হয়, তাহলে নিজেদের-ই অভিমত মোতাবিক খেতে রাজী আছেন তো?

(৯) আলোচ্য পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ''বাহাস - মোনাজারার তদন্তে যা স্থীর হবে, উভয়পক্ষ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিবে''। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, বেরেলবী উলামাদের সাথে এমন কোন যুক্তি আদৌ ছিল না। অতএব, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

(১০) আলোচ্য পুস্তিকার ২নং কলমে স্থান শিরোনামে লিখিত আছে যে, জামে মসজিদ সরমস্তপুর ''নিম্নতলের গ্রীল ঘেরা বারান্দা। কোন প্রকার অপ্রিয় অবাঞ্ছিত ঘটনার আড়ালে কোন পক্ষ যাতে সভা ছেড়ে যেতে না পারেন, তাই তালা বন্ধ ছিল''। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, বেরেলী পক্ষের উলামাগণ মসজিদের ভীতরে বাহাস-মুনাজারাহ করতে রাজী ছিলেন না। তাদের দাবী ছিল, প্রকাশ্য সভায় বাহাস - মুনাজারাহ হোক। যেখানে প্রশাসন থাকবে, সেখানে তো প্রকাশ্যে মুনাজারাহ করাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়! কিন্তু এতে দেওবন্দীরা রাজী হয়নি। কাজেই দেওবন্দী মৌলবীদের কথা অনুযায়ী বাধ্য হয়ে মসজিদের ভীতরে বেরেলী মৌলবীরা মুনাজারায় বসেন। তাতে সভাপতি দ্বীন মোহাম্মদ সাহেবের এক প্রকার রিগিং করতে সুবিধা হয়েছে, সম্ভবতঃ সে কারণে-ই দেওবন্দী মৌলবীরা প্রকাশ্যে মুনাজারায় যেতে রাজী হয়নি।

তারিখ ও সময়

(১১) — বাংলা — ১লা পৌষ ১৪১৩ সন, ইংরেজী — ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৬ সাল, রোজ — রবিবার, সময় — সকাল ১০ ঘটিকায় শুরু হয় ও বিকাল ৫ ঘটিকা নাগাদ শেষ হয়।

অংশ গ্রহন ক্বারী উলামায়ে কেরাম ঃ —

বেরেলবী পক্ষে ঃ — নিজ মুনাজারাহ দলের সভাপতি ও মুরুব্বী হিসাবে

(১) ফজিলাতুস্ শায়েখ আল্লামা মুফতী মুজাহিদুল ক্বাদেরী সাহেব [শাইখুল হাদিস- জামেয়া গওসিয়া রেজবীয়া গাড়ীঘাট রোড, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ]

(২) পরামর্শদাতা ঃ — ক্বায়েদে মিল্লাত, উস্তাজুল উলামা হজরতুল আল্লাম মাওলানা হাশিম রেজা নূরী সাহেব [প্রধান শিক্ষক - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ]

(৩) সহযোগিতায় ঃ — মুফতী মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম চিস্তী সাহেব [কেশপুর, মেদিনীপুর]

(৪) মাওলানা ওলিউল্লাহ সাহেব [কাদোয়া, মুর্শিদাবাদ]

(৫) অবশ্য প্রধান মুনাজির হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবিখ্যাত মুনাজির ও মুহাদ্দিস মুফতী মোহাম্মাদ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব [প্রধান শিক্ষক নবকান্তপুর মাদ্রাসা, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ]

দেওবন্দী পক্ষে ঃ — দলের সভাপতি ও আমীর হিসাবে

(১) মুফতী মনিরুদ্দিন সাহেব (বহরমপুর)

(২) জনাব মাওলানা আবু বাকার সাহেব (মিরজাপুর, বেলডাঙ্গা)

(৩) মাওলানা বদরুল আলম সাহেব (বেলডাঙ্গা)

(৪) মুনাজির হিসাবে ছিলেন, মাওলানা আব্দুস্ সালাম ও

(৫) মাওলানা বাকীবিল্লাহ সাহেবদ্বয় (মেদিনীপুর)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ — আলোচ্য পুস্তিকায় অংশগ্রহনকারী আলেম - উলামার যে সমস্ত স্বাক্ষর শো করা হয়েছে। সেগুলি উপস্থিতির স্বাক্ষর মাত্র। অন্য কোন শর্তকে মেনে নেয়ার অথবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করার বা কোন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য স্বাক্ষর মোটে-ই নহে। অতএব, ভুল বোঝার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

(১২) — ইসলাম ধর্মে ফটো তোলা নাজায়েজ ও হারাম। আলোচ্য পুস্তিকার ভিতরে বেরেলবী উলামাদের যে ছবিগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি তোলার সময় বেরেলবী উলামাগণ ঘোর জোরালো আপত্তি জানাতে থাকেন। তা সত্বেও দেওবন্দী মৌলবীদের উস্কানীতে কমিটির কিছু লোক ক্যামেরা ম্যানদের দিয়ে ছবি তুলে নেয়। আল্লার পবিত্র ঘর মসজিদের ভিতরে এহেন নাজায়েজ ও হারাম কাজ করার জন্য দেওবন্দী মৌলবীরা-ই দায়ী। তবে যাদের নাই খোদার ভয়, তাদের দ্বারা সব-ই হয়।

(১৩) — যুক্তিহীন সীমাবদ্ধতা ঃ —

আলোচ্য পুস্তিকার ১৩ পৃষ্ঠায় ৫ দফা কলমে সীমাবদ্ধতা শিরোনামে লেখা আছে যে, আলোচনা ঃ — কোরান শরীফ, সিহাহ্ সেত্তা হাদিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ — (১) বোখারী শরীফ (২) মুসলীম শরীফ (৩) আবু দাউদ শরীফ (৪) নাসায়ী শরীফ (৫) তিরমীজি শরীফ (৬) ইবনো মাজা শরীফ এবং আলোচনা সাপেক্ষে মেশকাত শরীফ (এর বাইরে অন্য কোন কেতাব - হাদিস গ্রহন করা হবে না।)

এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, উল্লেখিত ৫/৬ খানা হাদিস শরীফ থেকে-ই মুনাজারাহ করতে হবে এই সীমাবদ্ধতা বেঁধে দেওয়ার অথরিটি মুনাজারাহ কমিটিকে কে দিয়েছে? ভারতবর্ষে কি আর মুনাজারাহ হয়নি? দেওবন্দী মৌলবীরা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারবে যে, তাদের গুরুরা উল্লেখিত কেতাব গুলি দিয়ে-ই মুনাজারাহ করেছে? অন্য কোন কেতাব স্পর্শ করেনি?

আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে, কোন একটি মুনাজারায় দেওবন্দী মৌলবীরা উক্ত কেতাবী সীমাবদ্ধতার উপর আমল করেছে বলে যদি তারা প্রমান করতে পারে, তাহলে প্রমান করে দেখাক। আমরা দেখতে চাই! দেওবন্দী মৌলবীদের পানি পড়ায় কমিটির কিছু নালায়েক লোক না বুঝে এই সীমাবদ্ধতায় রাজী হয়ে ক্ষমা অযোগ্য অপরাধ করে মুনাজারার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। আল্লাহর পানাহ্ চাই।

(১৪) — আলোচ্য পুস্তিকায় ১৩ পৃষ্ঠায় ৪ দফা কলমে আলোচ্য বিষয় শিরোনামে লিখিত আছে —

(ক) প্রচলিত মিলাদ শেষে দাঁড়িয়ে

"ইয়া নাবী সালামো আলাইকা - ইয়া রসুল সালামো আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামো আলাইকা"

ক্কেয়াম বলা হয়। এটা কোরান ও হাদিস শরীফে আছে কি না?

(খ) হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম "সর্বত্র হাজির ও নাজির কিনা?

(গ) ফরজ নামাজের মোনাজাতের শেষে ইমাম সাহেবের কলমা লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ পড়া জরুরী কি না ? জানাজা পড়ে তখন-ই আবার মোনাজাত করতে হবে কি না ? (এর বাইরে অন্য কিছু আলোচনা করা যাবে না) এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, পূর্বে-ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য মুনাজারার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "আক্বায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ"। সেটা দেওবন্দীপন্থীরা খুব চালাকির সহিত সুন্নী উলামাদের অনুমতি ছাড়াই কমিটির কিছু সাধারন মানুষকে হাতিয়ে রাতারাতি পরিবর্ত্তন করে তাদের সুবিধা মতো মনগড়া একটি আলোচ্য সূচী বানিয়ে মুনাজারায় জবরদস্তি উথ্‌থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে দেওবন্দী ফিরকার দাবী ছিল যে,

(১) নবী হাজির নাজির নন।

(২) মিলাদে ক্বেয়াম তথা ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ইতাদি পাঠ করা জায়েজ নয়।

(৩) মোনাজাতের শেষে পূর্ণ পহেলা কলেমা পড়া হারাম।

(৪) জানাজার পর তখন-ই দোওয়া করা নাজায়েজ।

দেওবন্দী মৌলবীরা তাদের এই দাবীগুলির কথা নিজেদের এলাকায় অন্ধ ভক্তদের নিকট বিশেষ করে সরমস্তপুর এলাকায় বিভিন্ন সভা ইত্যাদিতে গিয়ে মানুষের কানে কানে মুখ লাগিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে ফুলিয়ে প্রচার করে মানুষকে গোমরাহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই ঠিক-ই। কিন্তু ঐ দেওবন্দী মৌলবীরা-ই সরমস্তপুর মুনাজারায় এসে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের দাবী কি ? বার বার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা সত্বেও সুন্নী উলামাদের সামনে নিজেদের অনর্থক ও ভিত্তিহীন দাবীগুলির দলিল কোরান হাদিস থেকে দেখাতে পারবেন না বলেই ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন।

সত্যি-ই যদি সভাপতি সাহেব নিরপেক্ষ হতেন, তাহলে অবশ্যই কমপক্ষে একবারও দেওবন্দী মৌলবীদের চার্জ করতেন যে, আলোচ্য বিষয়গুলির ব্যাপারে বেরেলীপক্ষ নিজেদের দাবী সমূহ (বৈধ্য হওয়া) পেশ করেছেন, এ ব্যাপারে আপনাদের যা দাবী (হারাম ও নাজায়েজ হওয়া) সেটা আপনারা পেশ করুন! এবং কোরান হাদিস থেকে দলিল দেন। অন্যথায় আজ থেকে এ বিষয়গুলিকে হারাম - নাজায়েজ বলা ত্যাগ করুন। দুঃখের বিষয় যে, সভাপতি সাহেবের মুখে এই হক্ক কথাটি একবারও বের হয়নি। তার কারণ হল, — দেওবন্দী মৌলবীরা তাকে খুব ভাল করে-ই শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে বসিয়ে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, আপনি আর যাই বলুন! আমাদেরকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের দাবীগুলি ও তার

দলিল পেশ করতে কোনো সময়ে-ই বলবেন না। তার কারণ, ঐ বিষয়গুলিকে আমরা নাজায়েজ ও হারাম বলে থাকি বটে কিন্তু শুধু দেওবন্দী কেন, দেওবন্দীর গোষ্ঠীশুদ্ধ কোরান হাদিস থেকে এগুলি হারাম ও নাজায়েজ তার দলিল পেশ করতে পারবে না। সভাপতি সাহেব অতো কাঁচা হয়ে বসেন নি।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের বিধান মুতাবিক কোন জিনিষের জায়েজ বা বৈধ্য হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়না। হ্যাঁ কোন জিনিষের নাজায়েজ ও হারাম হওয়ার জন্য অবশ্য-ই দলিলের প্রয়োজন রয়েছে।

উক্ত মুনাজারায় যেহেতু বেরেলবী উলামায়ে কেরাম উল্লেখিত বিষয়গুলি জায়েজ বলে ধারনা করেন, সেহেতু তাদের জন্য সে বিষয়গুলির দলিল পেশ করার কোন প্রয়োজন নাই, — হ্যাঁ দেওবন্দী মৌলবীরা যেহেতু উক্ত বিষৱগুলিকে নাজায়েজ ও হারাম বলে থাকেন, সেহেতু সেগুলির দলিল কোরান হাদিস থেকে তাদেরকে-ই দেখানো প্রয়োজন।

(১৫) — আলোচ্য পুস্তিকার ১২ দফা কলমে (২য়) আলোচনা, —

মুনাজাত শেষে কলেমা পাঠ বিষয়ে শিরোনামে লিখিত আছে যে, জনাব সভাপতি সাহেব ২য় প্রস্তাব — ফরজ নামাজ বাদ মুনাজাতের শেষে কলেমা .... পাঠ করা ইমামের জন্য করুরী কি না ? পেশ করেন। আলোচনার শুরুতেই বেরেলবী বক্তা জনাব আলীমুদ্দিন সাহেব বলেন "এটা জরুরী নয়"। উলামায়ে দেওবন্দ এ কথা মেনে নিলে প্রসঙ্গটি সভায় আলোচনার যোগ্যতা হারায়। — এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, মুনাজাতের শেষে পূর্ণ কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করা কি জরুরী ? এর উত্তরে সুন্নী মুনাজির মুফতী মোহাম্মাদ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব শুধু "এটা জরুরী নয়" বাক্যটি বলেই কথা শেষ করেন নি। বরং ফরজ নামাজের মুনাজাত শেষে পূর্ণ কলেমা স্ব-রবে পাঠ করা শুধু ইমামের জন্যই নয়, বরং ইমাম মুক্তাদি সকলের-ই জন্য অবশ্য জায়েজ, মুস্তাহাব, বরকতময় এবং অত্যান্ত সওয়াবের কাজ বলে দলিল দ্বারা প্রমান করেন।

আলোচ্য পুস্তিকার লেখক এখানেও কিছু কাট - ছাঁট করে বিবরনটি পরিবেশন করেছেন। মুফতী সাহেবের এ বক্তব্যের জবাবে দেওবন্দী মৌলবীরা একটি কথাও বলতে না পেরে, তারা এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবং এখাহে প্রসঙ্গটি শেষ হয়ে যায়।

কোন কাজ জরুরী নয়! এর অর্থ — এটা জায়েজ নয় মনে করাটা মস্ত বড় মুর্খামী। ''এটা করা জরুরী নয়'' বাক্যটির দ্বারা কোন কাজ নাজায়েজ ও হারাম প্রমান হয় এমন কথা যদি কোন দেওবন্দী মৌলবী প্রমান করতে পারে, তাহলে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, ইনশা আল্লাহ!

(১৬) — আলোচ্য পুস্তিকার ১২ দফা কলমে (৩য়) আলোচ্য বিষয়, —

জানাজার শেষে দোওয়া বিষয়ে শিরোনামে লিখিত হয়েছে যে, ''এখন ৩নং বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। জনাব সভাপতি সাহেব জানান। জানাজা নামাজ বাদ সঙ্গে সঙ্গে দোওয়া করতে হবে কি না? সভার আলোচনা শুরু হলে দলিল হয় যথাক্রমে মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ শরীফ ৪৫৬ পৃষ্ঠা। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ সহ মত পোষন করেন যে, জানাজা বাদ কবর দেওয়ার পর দোওয়া করতে হবে। এটাই বিধি সম্মত। কাজে-ই এ নিয়ে বাড়তি আলোচনার প্রয়োজন থাকলো না''। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, সভাপতি সাহেবের এ বিষয়টির প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরেলবী মুনাজির মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১৪৬পৃষ্ঠা ''জানাজার সাথে চলা ও জানাজার নামাজের বিবরণ''২য় পরিচ্ছেদের ৭নং হাদিসটি পড়ে শোনান যে, হজরত আবু হোরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম বলেছেন— যখন তোমরা জানাজার নামাজ পড়বে, তখন-ই মাইয়্যেতের জন্য খালিস দীলে দোওয়া করবে। বেরেলবী মুনাজির হাদিস থেকে এ কথা পরিস্কার ভাবে প্রমান করেন যে, জানাজার পর তখন-ই এবং দাফনের পরেও দোওয়া জায়েজ। এর বিরুদ্ধে দেওবন্দী মুনাজির মৌলবী আব্দুস সালাম ও মৌলবী বাক্বীবিল্লাহ সাহেবরা কোন দলিল দিতে না পারায় তারা বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হন যে, বেরেলবীদের মত দুরুস্ত এবং হাদিস সম্মত। কাজে-ই এ নিয়ে আর বাড়তি আলোচনার দরকার নাই। পুস্তিকার লেখক এখানে বিবরনের বিবৃতি দিতে কারচুপি করতে ছাড়েন নি। অতএব সাবধান!

(১৭) — আলোচ্য পুস্তিকার ১২ দফা কলমের (১নং আলোচনা) ক্বেয়াম বিষয়ে সভা বিবরনী শিরোনামে যা লিখিত হয়েছে, তার সঠিক ও সত্য বিবরন হল এই যে, সভাপতি সাহেব ১ নং আলোচনা (ক্বেয়াম) প্রচলিত মিলাদ শেষে সমবেত ভাবে দাঁড়িয়ে ইয়া নাবী সালামো আলাইকা .... ইত্যাদি বাক্যগুলি পাঠ করা হয়। এটা কোরান - হাদিসে আছে কি না? বিষয়টি পেশ করা মাত্র-ই বেরেলী পক্ষের প্রবক্তা মুফতী রফিকুল ইসলাম সাহেব, দেওবন্দী পক্ষকে লক্ষ্য করে বলেন যে, ক্বেয়াম ইত্যাদি ইসলামী আমল। এগুলি মুসলমানদের জন্য। হাদিসে

উল্লেখ আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে তিন কুড়ি তেরোদল হবে। তার মধ্যে তিন কুড়ি বারোটা দল জাহান্নামী আর একটি দল জান্নাতি। আমরা জানতে চাই যে, আপনারা কোন দলের লোক? সেটাই আগে ঠিক হোক, তাহলে বাহাসটি জম - জমাট হবে। মূলতঃ আজ মুনাজারার এটাই আলোচ্য বিষয়। — দেওবন্দী মৌলবীরা এর সঠিক জবাব না দিয়ে অপ্রাসঙ্গীক কথা - বার্ত্তায় হট্টোগোল করতে থাকে। সভাপতি সাহেবের উচিৎ ছিল, — এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া কিন্তু এতে যেহেতু দেওবন্দী ধর্মের কুলের কথা খুলে যাবে এবং দেওবন্দী মৌলবীদের গুদাম উদাম হয়ে যাবে। যার কারণে সভাপতি সাহেবকে দিয়ে এটা দাবীর বাইরে আলোচনা বলিয়ে মনগড়া আইন দেখিয়ে এবং এ আলোচনা শুরু করা মাত্র দেওবন্দী মৌলবীদের বিকলি দেখে সভার শৃঙ্খলা বিঘনীত হওয়ার মিথ্যা অজুহাতে আলোচনাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর বেরেলবী পক্ষের প্রধান মুনাজির মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব দাঁড়িয়ে শুধু মো'মিনদেরকে সালাম জানিয়ে সংক্ষিপ্ত হামদ ও সলাত পড়ে বলেন যে, শুধু জালসা - মিলাদের শেষে কেন? বরং শুরুতে মাঝখানে ও শেষে যে কোন সময়ে হুজুর আলাইহিস্ সালামকে দাঁড়িয়ে, যদি অসুবিধা থাকে তাহলে বসে আরো অসুবিধার ক্ষেত্রে শুয়েও সব অবস্থাতে-ই সালাম দেওয়া জায়েজ, প্রমান, — কোরান শরীফ ২২ পারার সুরা احزاب ২৬ নং আয়াত, বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ২য় খন্ড ৪০৩ পৃষ্ঠা। থেকে আয়াত ও হাদিসগুলি পড়ে শুনিয়ে দেন এরপর দেওবন্দী পক্ষের মুখপাত্র মৌলবী আব্দুস সালাম সাহেব উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসগুলির কোন জবাব না দিয়ে-ই বলতে থাকে যে, পেশকৃত দলিল পত্র মূলতঃ সালাম ও দুরুদ সংক্রান্ত। নবীকে দরুদ ও সালাম জানাতে হবে এতে কোন মতান্তর নাই। বিষয় হল — ক্বেয়াম অর্থাৎ মিলাদ শেষে ইয়া নাবী সালামু আলাইকা .... ইত্যাদি বাক্যগুলির দলিল দেখতে চাই! — লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে, দেওবন্দীরা নবীর উপর দুরুদ ও সালাম পড়ার ঘোর বিরোধী। কিন্তু এখানে আজ তারা একদম ভিজে বিড়াল সেজে গেলেন। এর উত্তরে সুন্নী মুনাজির রেজবী সাহেব ২য় দফায় উঠে বলেন যে, কোরান শরীফ থেকে নাবীর উপর দুরুদ - সালাম পড়ার দলিল দেওয়া হল। বোখারী শরীফ থেকে ক্বেয়াম (দাঁড়ানো) জায়েজ প্রমান করা হল। তা ছাড়া মিশকাত শরীফ থেকে প্রমান দেওয়া হল যে, হুজুর যখন মসজিদে আলোচনার মজলিস শেষ করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম মহফিলের শেষে হুজুরের সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। এতেও কি মহফিলের শেষে নবীর জন্য সালাম পাঠ করা প্রমান হয় না? দেওবন্দীপন্থীরা জবাব দিন।

হুজুরকে দাঁড়িয়ে সালাম করার সহি হাদিস থেকে আরো একটি দলিল রেজবী সাহেব পেশ করেন। যথা সহিহ্ আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ৬৭পৃষ্ঠা। ''মসজিদে ঢোকার সময় কি বলা দরকার''। তার বিবরণে হজরত আবু হোরাইরা হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম বলেছেন — তোমাদের মধ্যে যখন কেহ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে নবীর প্রতি সালাম জানাবে তারপর দোওয়া পড়ে মসজিদে ঢুকবে। গোড়া থেকে দুখানা ঠ্যাং যদি কারো কাটা না থাকে, তাহলে মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুকবে এবং ঢোকার পূর্বে-ই নবীকে সালাম জানাবে। এ হাদিসে ক্বেয়াম (দাঁড়ানো) এবং নবীকে ঐ অবস্থায় সালাম দেওয়া দুটোই প্রমান হল। উপরন্তু বিশ্বের প্রতিটি মসজিদে নবী হাজির আছেন, সেটাও স্পষ্ট ভাবে প্রমান হয়ে গেল। আর যিনি হাজির হবেন, তিনি যদি অন্ধ না হন। তাহলে তার নাজির হওয়াটা জরুরী। — অতএব, নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার এবং নবীর হাজির - নাজির হওয়ার প্রমান এ হাদিসে পাওয়া গেল।

দেওবন্দী মৌলবীরা এ হাদিসটির জবাবে একটিও কথা বলতে পারেন নি। সভাপতি দ্বীন মহম্মদ সাহেবও আলোচ্য পুস্তিকায় এ আলোচনাটি এড়িয়ে গেছেন। বেরেলবী মুনাজিরের বক্তব্যের জবাবে ২য় দফায় দেওবন্দী মুনাজিরগণ কখনো বাক্বীবিল্লাহ সাহেব কখনো সালাম সাহেব দুজনে শেয়ারে বলতে থাকেন যে, মজলিসে দাঁড়িয়ে, বসে, প্রয়োজনে শুয়ে সালাম দুরুদ জায়েজ। কিন্তু ইয়া নাবী সালামু আলাইকা .... বাক্যগুলি কোরান - হাদিসে আছে কি ? সাহাবাগণ হুজুরের জন্য কোন মজলিসের শেষে এগুলি পড়েছেন কি ? সেটি আমরা দেখতে চাই!

এর উত্তরে ৩য় দফায় মুনাজিরে আহলে সুন্নাত মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেব বলেন যে, মিলাদ শেষে দাঁড়িয়ে ইয়া নাবী সালামুন আলাইকা নির্দিষ্ট বাক্যগুলি-ই পাঠ করতে হবে এমন কোন দাবী আমার সুন্নী বেরেলবী জামাত কোন দিন করেননি। আমার কোন উপযুক্ত সুন্নী আলেম এমন কথা বলেনও নি, কোথাও লেখেনও নি। যদি বলে থাকেন বা লিখে থাকেন, তাহলে আমরা তার সঠিক প্রমান চাই। প্রমান দিন। আমরা খুব ভাল ভাবে-ই জানি যে, আপনারা সে প্রমান দিতে পারবেন না। — আমাদের পরিস্কার দাবী হল যে, জালসা - মিলাদ ইত্যাদিতে ক্বেয়াম (দাঁড়িয়ে) নবীর প্রতি দুরুদ ও সালাম পড়া জায়েজ। জায়েজ। জায়েজ। তাতে যে ভাষায় হোক, যে ভাবে-ই হোক, যে বাক্য দ্বারা-ই হোক, ইয়া নাবী সালামু আলাইকা — ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা - ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা - সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। পড়া হোক অথবা মুস্তাফা জাঁনে রহমাত পে লাখোঁ সালাম। শাময়ে বাযমে হেদায়াত পে

লাখোঁ সালাম পড়া হোক অথবা কাবে কে বদরুদ্দোজা তুমকে কারোড়োঁ দুরুদ পড়া হোক, অথবা বালাগাল উলা বে-কামালেহী কাশাফাদ্দুজা বে-জামালেহী হাসুনাত জামিও খেসালীহি সল্লু আলাইহি অ-আলিহী পড়া হোক অথবা সলাতুন ইয়া রাসুলাল্লাহ আলাইকা সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকাপড়া হোক অথবা বাংলা ভাষায় নবী গো সালাম আপনাকে আপনার সাহাবা সবাইকে আবু হানিফা গওস ও খাজাকে ইমামে আহমাদ রেজাকে পড়া হোক, কোন প্রকার অসুবিধা নাই। বরং সবগুলি পড়া জায়েজ আছে।

আর পূর্বে-ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জায়েজের জন্য দলিলের প্রয়োজন নাই। বরং নাজায়েজের জন্য দলিলের দরকার। অতএব, দেওবন্দী মৌলবীদের মধ্যে সত্যি-ই যদি দম থাকে, তাহলে তারা কোরান - হাদিস খুলে দেখাক যে, ক্বেয়ামে এ বাক্যগুলি পাঠ করা নাজায়েজ ও হারাম।

সভাপতিরও যদি হুঁশ থাকত, তাহলে অবশ্য-ই বলতেন যে, শুধু বেরেলবীরা দলিল দেখাবেন কেন? দেওবন্দীরাও নাজায়েজ - হারামের দলিল দেখাক।

প্রকাশ থাকে যে, যেটা আমাদের (বেরেলবীদের) দাবী-ই নয় এমন বস্তু মুনাজারার আলোচ্য বিষয় হয় কি করে? তা ছাড়া যেখানে এটা আমাদের দাবী নয়, সেখানে আমাদের নিকট তার দলিল তলব করা হয় কোন যুক্তিতে?

জনগণের অবগতির জন্য বলছি — কোরান - হাদিসে কোন জিনিষের কথা যদি উল্লেখ না থাকে, তাহলে সেটা করা যাবে না, এমন কথা ছাগল আর পাগল ছাড়া কে বলতে পারে? শতাধিক জিনিষ এমন-ই আছে, যেগুলি দেওবন্দীরা করে অথচ সেগুলি কোরান - হাদিসে কোথাও উল্লেখ নাই। যেমন, —

(১) পাঁচ ওয়াক্ত, জুমা ও দুই ঈদ সহ জানাজার নামাজের নিয়েতের বাক্যগুলি কোরান - হাদিসে কোথাও উল্লেখ নাই। অথচ দেওবন্দীরা পড়ে,

(২) ঈমানে মুজমাল ও মুফাস্‌সাল দোওয়া দুটির এ দু- প্রকরন এবং এ দুটির নাম কোরান - হাদিসে উল্লেখ নাই। অথচ দেওবন্দীরা পড়ে,

(৩) ছয় কলেমার ধারাবাহিকতা অর্থাৎ ১ম কলেমা, ২য় কলেমা, ৩য় কলেমা ইত্যাদির নাম ও নিশানা কোরান - হাদিসে উল্লেখ নাই। অথচ দেওবন্দীরা পড়ে,

(৪) মাথায় প্লা সটিকের টুপি পরা,

(৫) প্লাসটিকের জায়নামাজে নামাজ পড়া,

(৬) প্লাসটিকের লোটায় অজু করা,

(৭) মাইকে আজান দেওয়া। (৮) বিমানে চড়ে হজ্বে যাওয়া,

(৯) হাতে ঘড়ি পরা,

(১০) চোখে চশমা পরা,

(১১) পলট্রী মুরগীর মাংস ও ডিম খাওয়া,

(১২) চা পান করা,

(১৩) কোলড্রিংক্স ব্যাবহার করা,

(১৪) ইলেক্‌ট্রিক ব্যাবহার করা,

(১৫) মোবাইল ব্যাবহার করা,

(১৬) টেলিফোন ব্যাবহার করা,

(১৭) কাপড়ে আইরন করা,

(১৮) গ্যাসে রান্না করা,

কোরান - হাদিসে কোথাও উল্লেখ নাই। তা সত্বেও দেওবন্দীরা এগুলি করেন কেন? জবাব দিতে পারবেন?

(১৯) বর্তমানে জুমা ও দুই ঈদের খোৎবা কোরান - হাদিসে উল্লেখ নাই।

(২০) জুম্মার নামাজের আধ ঘন্টা পূর্বে একবার ঘোষনা দিয়ে দেওয়া।

(২১) বাড়িতে স্ত্রীকে অস্থায়ী ভাবে বেওয়া বানিয়ে ৪০ দিনের জন্য তাবলীগ করতে যাওয়া (চিল্লা দেওয়া) কোরান - হাদিসে কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি —

(২২) হানাফী, শাফায়ী, মালেকী ও হাম্বালী চার মাজহাবের নাম।

(২৩) ক্বাদেরীয়া, চিস্তীয়া, নাকশাবান্দীয়া, সাহার ওয়ারদিয়া চারটি সিলসিলার নাম।

(২৪) শরীয়ত, তরীকাত, হাকিকাত, মারেফাত ইত্যাদির নাম কোরান - হাদিসে কোথাও উল্লেখ নাই।

(২৫) রমজান মাসে সাহরীর সময় মাইকে মানুষকে জাগানোর প্রমান কোরান - হাদিসে কোথাওে উল্লেখ নাই। তা সত্বেও দেওবন্দী মৌলবীরা এগুলির দলিল না চেয়ে শুধু ক্বেয়ামে ইয়া নাবী .... পড়ার দলিলের পিছে লেগে মাথা খারাপ করছেন কেন? জবাব দিতে পারবেন তো?

সূতরাং দেওবন্দী প্রবক্তা জনাব সালাম সাহেব "যার জন্ম-ই নাই তার মৃত্যু কি"? কতাটি বলে নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে দিয়েছেন।

সভায় বিস্তর তর্কাতর্কি, যুক্তি - পাল্টা যুক্তি ও কথার মার প্যাঁচ চলতে থাকে। এমন সময় জোহরের আজান শুরু হয়। সভা সাময়িক ভাবে মুলতবী ঘোষিত হয়।

মুসজিদের স্থায়ী ইমাম যেহেতু পাকা ওহাবী - দেওবন্দী, সেহেতু সুন্নী

উলামায়ে কেরাম তার পিছনে নামাজ না পড়ে পৃথক জামাতে নামাজ পড়েন। আক্বায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ যেন আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেরিয়ে না আসে এ ভয়ে এ ব্যাপারে দেওবন্দী মৌলবীরা ভীতর ভীতর গুঁদগাত করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পায়নি।

এর পর সভাপতি সাহেব আলোচনার মূল্যায়ন করার জন্য উভয় পক্ষের আমীর ও মুরাব্বীগণকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন আপনারা প্রয়োজন মনে করলে দুজনে পৃথক ভাবে বসতে পারেন। এতে বেরেলী পক্ষের আমীর বসতে রাজী হন নি। তার পর যৌথ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা ছাড়াই জনাব সভাপতি সাহেব এখানে-ই সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(১৮) — আলোচ্য পুস্তিকার ১২ দফা কলমে (৪ নং আলোচনা) ''সর্বত্র হাজির - নাজির বিষয়ে'' শিরোনামে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সঠিক বিবরন ঃ —

এবার সভাপতি সাহেব ''৪ নং প্রস্তাব'' নবীজী সর্বত্র হাজির নাজির কিনা ? সভায় পেশ করে জানতে চান। সভায় চাপা গুঞ্জন এই জন্য উত্থিত হয় যে, আলোচ্য বিষয়টি উলামায়ে বেরেলবী মতের বহির্ভূত। সুন্নী বেরেলবী জামাতের মত হল নবী হাজির ও নাজির। এতে এখানে সর্বত্র শব্দটি দেওবন্দীদেব বাড়ানো। যাইহোক সভাপতির প্রস্তাব দেওয়া মাত্র আহলে সুন্নাত অ জামাতের মুনাজির মুফতী মোঃ আলিমুদ্দিন সাহেব রেজবী উঠে বলেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম অবশ্যই হাজির ও নাজির। তবে হুজুর আলাইহিস্ সালামের শানের খেলাফ, যেমন, ফুটবল ময়দান, ক্রিকেট ময়দান, পেশাবখানা - পায়খানা ইত্যাদি এমন জায়গায় হুজুরকে হাজির - নাজির ধারনা করা চরম বেয়াদবী। হুজুরের শানের উপযুক্ত এমন সব জায়গাতে-ই হুজুর পাক হাজির হতে পারেন। এ ক্ষমতা তাকে স্বয়ং আল্লাহপাক দিয়েছেন। একথার সমর্থনে মুফতী সাহেব কোরান শরীফের ২৬ পারায় সুরা আলফাতাহর ৮ম আয়াত এবং সহিহ হাদিস আবু দাউদ শরীফের ১ম খন্ড ৬৭পৃষ্ঠা সহ আরো বহু হাদিস থেকে দলিল পেশ করেন ও জোরালো বক্তব্য রেখে তার সময় শেষ করেন।

— এরপর দেওবন্দী পক্ষের মুনাজির মৌলবী আব্দুস সালাম সাহেব বক্তব্য রাখার জন্য দাঁড়ান এবং মুফতী সাহেবের পেশ করা প্রমান গুলির কোন জবাব না দিয়ে কোন দলিল ছাড়া-ই এই দাবী করেন যে, হাজির ও নাজির আল্লার জন্য খাস। এতে বান্দার কোন হক্ক নাই। দেওবন্দী প্রবক্তা আরো বলেন যে, হুজুর যদি হাজির ও নাজির হতেন; তাহলে তাঁকে মেরাজে যাওয়ার পয়োজন হত না। এ ছাড়াও তিনি আরো আবোল - তাবোল কথা বলে নিজের সময়টুকু নষ্ট করে ফেলেন।

বিঃ দ্রঃ — দেওবন্দী প্রবক্তার অযুক্তিক কথা বার্তার প্রতিবাদ সভাপতির

তরফ থেকে না হওয়ায় বেরেলবী মুনাজির মুফতী সাহেবের পক্ষ থেকে জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব, জনাব ওলিউল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য উলামা বৃন্দ সমস্বরে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সভা উত্তপ্ত হয়ে যায়। দেওবন্দী মুনাজিরের দাবী হাজির - নাজির আল্লার জন্য খাস, বান্দার এতে কোন হক্ক নাই, এটা কোরান - হাদিসের কোন কেতাব থেকে, তারা প্রমান করতে পারলো না। এতে ভীষন গোলমাল ও তুমুল বাগবিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। বহু কষ্টে সভা আয়ত্বে আসে। তার পর দেওবন্দী বক্তা বাক্কী বিল্লাহ সাহেব উঠে বলেন যে, নবী করিম যদি হাজির - নাজির হতেন তাহলে, অনেক কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যেত। বিবাহ মজলিসে যেতে হতনা। মেরাজে যাওয়া, মসজিদুল আক্বসাতে নামাজ পাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন হত কি ? এর পর তিনি সভায় জানালেন যে, সারা বিশ্বের যে কোন স্থানে যে কেউ নবীজির উপর দুরুদ বা সালাম পাঠ করলে নবীর পাক দরবারে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক অজস্র ভ্রাম্যমান ফেরেস্তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কাজে-ই হুজুর সর্বত্র হাজির - নাজির নন। উনারা (বেরেলবী) কোরান শরীফের যে, ''শাহেদ'' শব্দের অর্থ হাজির ও নাজির করছেন। এটা ভুল। প্রকৃত অর্থ হবে স্বাক্ষী। দেওবন্দী বক্তাকে বেশি সময় দেওয়ার জন্য আবার গোলমাল বাঁধে, কোলাহল শুরু হয়। আজানের জন্য মসজিদের মাইক ফিট হচ্ছিল, তার দ্বারা সভার চিৎকার - চেঁচামিচি শোনা যাচ্ছিল। ফলে কৌতুহলী লোকজন মসজিদের প্রধান গেটে ও পাঁচিলে ভীড় জমাতে থাকে, এবং বেশ উত্তেজনাকরপরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছিল কিন্তু পুলিশের কড়া নজরদারী ও হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা অপ্রীতিকর হতে পারেনি। আসর ওয়াক্তের আজান আরম্ভ হয়। সভা স্থগিত ঘোষিত হয়। ইমাম আবারও পাকা দেওবন্দী, ওহাবী, বদ-মাজহাব হয়ার দরুন উলামায়ে বেরেলবী ঐ জামাতে নামাজ না পড়ে পৃথক ভাবে নামাজ পড়েন। দেওবন্দী মৌলবীদের কুফরী আক্বায়েদ বেরিয়ে যেন না আসে। যার কারণে জামাত পৃথক করার জন্য কোন কথাই তারা তুলতে পারেন নি। আলোচনা পূনরায় শুরু হয়। সভাপতির অনুরোধে মুনাজিরে আহলে সুন্নাত ২য় দফায় সভায় বক্তব্য রাখার জন্য উঠে বলেন যে, দেওবন্দীদের যুক্তি সঠিক নয়। তার কারণ হুজুরের মেরাজে যাওয়া যদি হুজুরের হাজির - নাজির হওয়ার পরিপন্থি হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে, আল্লাহ তো অবশ্যই হাজির নাজির। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মক্কা শরীফে -ই নিজের দীদার করিয়ে দিতেন। যা তোহফা দেওয়ার দিয়ে দিতেন। দীদারের জন্য, তোহফা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য আরশে ডাকলেন তার কারণ কি ? দেওবন্দীদের উক্তি অনুযায়ী মক্কা শরীফেও কি আল্লাহ নাই।

বাক্কী বিল্লাহ সাহেবদের মনে রাখা দরকার যে, হুজুরের বিবাহ মজলিস ইত্যাদিতে যাওয়া হুজুরের হাজির - নাজির হওয়ার মোটেই পরিপন্থী নয়। তার কারণ বিভিন্ন কেতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, শবেবরাত ইত্যাদিতে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন আসমানী জগতে অবতরন ফরমান। অতএব, দেওবন্দী মৌলবী বাক্কী বিল্লাহ সাহেবের কথা অনুযায়ী কোথাও যাওয়া যদি তা হাজির - নাজির হওয়ার পরিপন্থী হয়, তাহলে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের ও আসমানী দুনিয়ায় হাজির - নাজির না হওয়ার প্রমান হয়ে যাবে। এর জবাব দিতে পারবেন তো ? বাক্কী বিল্লাহ সাহেব ?

তা ছাড়া হুজুরের হাজির - নাজিরের বিরুদ্ধে দেওবন্দী প্রবক্তা যে হাদিসটি পেশ করেছেন, যথা ঃ — ''নবীজির দর্বারে বিভিন্ন স্থানের পড়া দরুদ ও সালাম ভ্রাম্যমান ফেরেস্তা দ্বারা পৌঁছে দেওয়া হয়'' এতেও কোন দিক থেকে হুজুরের হাজির - নাজির না হওয়া প্রমান হয় না। ভ্রাম্যমান ফেরেস্থাগণ হুজুরের সন্মানার্থে হুজুরের দর্বারে বিভিন্ন জায়গার দরুদ ও সালাম পৌঁছাতে থাকে। এ হাদিসটির মুল অর্থ বুঝতে দেওবন্দীরা ব্যার্থ। প্রকাশ থাকে যে, ''শাহীদ'' শব্দের অর্থ যদি শুধু স্বাক্ষী হয়, তাহলে জানাজার মশহুর দোওয়াটিতে 'গায়েবের বিপরীত শাহীদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে' এখানে কি স্বাক্ষীদের জন্য দোওয়া করা হয়েছে ? না হাজিরদের জন্য দোওয়া করা হয়েছে ? জবাবটি দেওয়ার দায়ীত্ব দেওবন্দী মৌলবীদের রইল। এর পর আলোচ্য পুস্তিকায় লেখা আছে যে — দেওবন্দী পক্ষের জনাব বাক্কী বিল্লাহ সাহেব একটি অভিধান খুলে ''শাহীদ'' শব্দের অর্থ ''স্বাক্ষী'' নিজে দেখেন এবং সভাপতি সাহেব কে দেখান। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, অভিধানটি বাংলা ছিল না উর্দ্দু না আরবী ? তবে উর্দু আরবী হওয়াটা স্বাভাবীক। তাই যদি হয় তাহলে সভাপতি সাহেব সাধারন লোক অর্থাৎ আলেম ছিলেন না তিনি তো এ ধরনের অভিধান চশমা লাগিয়েও পড়তে পারার কথা নয়। তাহলে বাক্কীবিল্লাহ সাহেব তাঁকে কি দেখালেন ?

এর পর দেওবন্দী মুনাজিরগণ মুফতী সাহেবের বক্তব্যের জবাবে কোনও যুক্তি যুক্ত কথা বলতে না পেরে আবারও আবোল তাবোল কথায় সময় নষ্ট করতে থাকেন। এবং কিছু অনর্থক দাবী তুলতে থাকেন। তাদের হট্টগোল চেঁচামেচি এমন ভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছিল যে, সুন্নী মুনাজিরগণ কেতাব থেকে পড়ে কি শোনাবেন এমন পরিস্থিতিও ছিলনা।

এক্ষনে সভাপতি সাহেব অদ্যকার "বাহাস - মোনাজারা" সভার চুড়ান্ত রায় (ফয়সালা) সমস্ত গ্রামবাসী ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত হাজার হাজার জনসাধারনকে জানানোর উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষনা করার জন্য নিজেরাই বসে পড়েন। অল্পক্ষনে পরামর্শ ক্রমে তাদের নিজেদের লিখিত সিদ্ধান্ত জনাব সভাপতি দ্বীন মোহাম্মদ সাহেব মসজিদের মাইকে ঘোষনা করেন।

বিঃ দ্রঃ — ঘোষনা পত্রটিতে সু-বিচার না করার কারণে বেরেলবী পক্ষের কোন আলেম সেটিকে সমর্থন করেন নি। এবং তাতে স্বাক্ষরও করেন নি। এমন কি কমিটির বেরেলবী জনগণ উক্ত রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে সেটিকে এক তরফা বলে মন্তব্য করে বেরিয়ে আসেন, এবং পরে তারা পৃথক ভাবে বেরেলবী জামাত মসজিদ, ঈদগাহ ইত্যাদি কায়েম করেন।

ঘোষনা পত্রটি নিম্নরূপ লেখা হয়েছেঃ —

(১) কোরান - হাদিসে সালাম ও দরুদ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে বলা উল্লেখ আছে। কিন্তু মিলাদের শেষে দাঁড়িয়ে ইয়া নাবী সালামো আলাইকা ইত্যাদি বলা কোরান - হাদিসে উল্লেখ নাই।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, কোরান - হাদিসে সালাম ও দরুদ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে বলা উল্লেখ আছে বলে লেখার পর একই জায়গায় একই ঘোষনায় মিলাদের শেষে দাঁড়িয়ে ইয়া নাবী ইত্যাদি বলে নবীকে সালাম দেওয়ার কথা কোরান - হাদিসে উল্লেখ নাই, বলে পরস্পর বিরোধী কথা হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বাক্যগুলির মধ্যে নবীকে সালাম-ই দেওয়া হয়েছে। সেটা জ্ঞানী গুনী লোকের বুঝতে অসুবিধা হবেনা। অবশ্য সভাপতি সাহেব বুঝতে পারেন নি।

অতএব, ঘোষনা পত্রে ১নং রায়টি বেরেলবীদের বিপক্ষে আদৌ নয়।

(২) নবী সর্বত্র হাজির ও নাজির নন, কিন্তু আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিলে ক্ষেত্র বিশেষে হাজীর ও নাজীর।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই ঃ —

এ রায়টিও দেবন্দী বিরোধী, এবং বেরেলবীদের পক্ষে। কারণ, নবী হাজীর-নাজীর। তবে হুজুরের শানের মোতাবিক জায়গায় হাজীর - নাজীর। ক্রিকেট ময়দান, ফুটবল ময়দান, পেশাব খানা ও পায়খানা ইত্যাদি নোংরা জায়গাগুলিকে ধরে নিয়ে নবী সর্বত্র হাজীর - নাজীর এটা আমরাও বলিনা।

(৩) নামাজের মোনাজাতের শেষে কলেমা পাঠ জরুরী নয়।

এর জবাবে আমরা জলতে চাই ঃ —

"জরুরী নয়" তার অর্থ কি নাজায়েজ ও হারাম ? তা কখন-ই নয়। বরং তার সোজা অর্থ হচ্ছে জায়েজ ও মুস্তাহাব।

(৪) কবর দেওয়ার পর দোওয়া হবে।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই ঃ —

এ বাক্যটি দ্বারা জানাজার পর তখন-ই দোওয়া করা নিষেধ এমন কথাতো প্রমান হয় না। কাজে-ই ঘোষনা পত্রটি নিয়ে দেওবন্দীদের এতো মাতামাতি করা "ধরো মা ধরা পড়েছে" এর-ই নামান্তর।

আল্লাহ হাফিজ —

(সমাপ্ত)

প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ঃ নূরী অ্যাকাডেমি ঃ

রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ,

মোবাইল ঃ — 9732517047